নাট-মন্দির

শ্রীসুবোধ রায়

প্রকাশক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ
কল্লোল পাব্‌লিশিং
২৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
একটাকা

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাণী প্রেস,
৩৩এ, মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা।

পাতা মুড়িবেন না।
পুজার ফুল লাইব্রেরী।
২০৩।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

নিবেদন

যে তিনটী কথানাট্য এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইল, ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। শিক্ষাবিভ্রাট—বঙ্গবাণীতে, একালের ছেলে—বিজলীতে, এবং বন্ধু—উপাসনায়। আমার যে সকল বন্ধু কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে এই নাটিকাগুলির অভিনয় করিয়া, ইহাদের অভিনয় যোগ্যতা প্রমাণ করিয়া আমাকে এই পুস্তক প্রকাশে সাহসী করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

নাট-মন্দিরের প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা; করিয়াছেন, সুহৃদ্বর চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ। তাঁহার এবং অন্যান্য যাঁহারা এই পুস্তক প্রকাশে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমার ঋণ জ্ঞাপন করিতেছি।

মহাষ্টমী,
নৈহাটী—আশ্বিন ১৩৩১

শ্রীসুবোধ রায়

পূজ্যপাদ

পিতৃদেবের শ্রীচরণে

শিক্ষা বিভ্রাট।

নানা ঘটনার সংঘাতে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক মন যখন চঞ্চল হ'য়ে উঠে, তখন সব চেয়ে মুস্কিলে পড়ে দেশের যুবক ছাত্রবৃন্দ। লক্ষ লক্ষ মত ও লক্ষ্যবিহীন অসংখ্য পথের অরণ্যে তারা দিশাহারা হ'য়ে যায়। তারা অনেক তথ্য আওড়াতে শেখে কিন্তু সত্যকে পায় না। এই রকম সময়ে শিক্ষা-দান ব্যাপারটা শিক্ষাবিভ্রাটে পরিণত হয়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ধীরেশ

বীরেন

প্রবোধ

ধীরেশের পিতা

ঐ কাকা

ঐ পিতৃ বন্ধু

বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রবৃন্দ

স্থান—প্রথম তিন অঙ্ক কলিকাতার নিকটস্থ কোন পল্লীগ্রাম; চতুর্থ অঙ্ক কলিকাতা।

কাল—বিংশ শতাব্দী।

প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে তিন বৎসরের, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে এক সপ্তাহের, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের মধ্যে পাঁচ বৎসরের ব্যবধান।

শিক্ষা বিভ্রাট।

(কথানাট্য)

প্রথম অঙ্ক।

(একটী দ্বিতলবাটীর ঘরে দ্বাদশ-বর্ষীয় বালক ধীরেশ অধ্যয়নরত।
ধীরেশের পিতা পান চিবাইতে চিবাইতে
সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন)—

পিতা—কিরে, কি পড়ছিস্?

পুত্র—আজ্ঞে, নেপোলিয়নের কথা।

পি—কি রকম বীর ছিল দেখছিস্, একটা আস্ত মরদ!

পু—আচ্ছা বাবা, আমাদের দেশে এমন বীর কেউ ছিলেননা?

পি—হ্যাঃ—আমাদের দেশে! ওরে আমাদের দেশে যদি অমন একটা বীর পুরুষ থাকবে, তাহ'লে আজ কি আর আমাদের এ দশা হয়!

পু—কেন বাবা, ভীম অর্জ্জুন কি কিছু কম বীর ছিলেন?

পি—আরে পাগল, ভীম অর্জ্জুন কি আর সত্যই ছিল?

পু—(সাশ্চর্য্যে) ওঁরা সব সত্যি ছিলেন না? মহাভারত সব

মিথ্যে কথা? তবে যে আমাদের মাষ্টার-মশাই সেদিন বল্লেন যে, সেকালের মুনি ঋষিরা কেউ মিথ্যা কথা বল্‌তেন না।

পি— না, বল্‌তেন না! অমন যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁকেই বলে মিথ্যা কথা বল্‌তে হয়েছিল। আরে বাপু—দায়ে পড়লে দু'চারটে মিথ্যা কথা সকলকেই বল্‌তে হয়!

পু—আচ্ছা বাবা, তাহ'লে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের কথাও মিথ্যে —তিনিও তো ছিলেন না?

পি—(সপ্রতিভভাবে কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া) আরে বাপ্‌রে! তিনি মিথ্যে! খবরদার, একথা বলিস্ নে, মুখ খসে যাবে—একথা ভাবলেও পাপ—তিনি যে ভগবান!

পু—(মৃদুহাস্যের সহিত) আচ্ছা, তিনি তো কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের সারথি হ'য়েছিলেন, তাহ'লে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা মিথ্যে হ'বে কি করে?

পি—(রাগত ভাবে) তো বেটার তো এই দোষ—বড় বাজে বকিস্! যা' পড়্‌ছিস্ তাই পড়্‌না বাপু! তা নয়, কি ছিল না ছিল, সত্যি, মিথ্যে এই নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কি? সমস্তদিন পরে খেটে খুটে আফিস থেকে এলুম, এখন কি আর বক্‌তে ভাল লাগে! পড়, পড়। (ধপ্ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন)।

পু—আমার যে অনেক অনেক কথা জান্‌তে ইচ্ছা করে, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি!

পি—জান্‌তে ইচ্ছা করে তো কাজের কথা জান্‌না বাপু!

ওই যা' পড়্ছিস্ তা' থেকে কথার মানে জিজ্ঞাসা কর, বানান্ ধরতে দে, যাতে কাজ হ'বে! তা নয়, যত বাজে আবোল তাবোল বক্‌বি!

(ধীরেশের কাকার প্রবেশ)

কা—ঐঃ—আরম্ভ হয়েছে তো! ছেলের সঙ্গে বকুনি ও ধমকানি ছাড়া তো আর কোন সম্বন্ধই নেই! যখন আর সব খোঁজ খবর নেওয়া ছেড়েছ, তখন ও টুকুও ছাড়লেই পার!

পি—(অপ্রস্তুতভাবে) কিযে বলিস্ তুই তা'র ঠিক্ নেই! আমি কোন খোঁজ খবর নিইনে? আচ্ছা তুই খোকাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ্ দিকিন্, এখুনি ও কি পড়ছে তার খোঁজ করছিলাম কি না?

কা—কিন্তু খোঁজ করার ফলে তো ওর অদৃষ্টে এই বকুনি?

পি—কি জন্যে বকেছি সেটা তো জিজ্ঞাসা কর্‌লিনা। তোদের ছেলে দোষ করতে পারেন কিন্তু তার জন্যে তাঁকে বক্‌লেই হ'বে অপরাধ, আজকাল তোদের সংসারে বুঝি এই নিয়মই চল্‌ছে?

কা—সে কথা কি আমি কোন দিন বলেছি? তা খোকা কি করেছে এখন?

পি—করবে আর কি? ওর স্বভাব যা'—জ্যাঠামো করা—তাই করেছে! পড়ছে নেপোলিয়নের কথা, তা'র সঙ্গে নিয়ে এল আমাদের দেশের বীর পুরুষের কথা, ভীম অর্জ্জুনের কথা, মহাভারত সত্যি কি না, আশী রকম বায়নাক্কা!

কা—এই, এই হ'ল ওর অপরাধ!

পি—নাঃ, বড় ভাল কাজ করেছে ! যা' দরকারী, তার সঙ্গে নেই খোঁজ, আর যত বাজে রাবিস্ তাই নিয়ে মাথা ঘামানো—একি বিশেষ সুলক্ষণ বলে' মনে হয় নাকি ? এই অভ্যাস কম থাক্‌লেই হয় ফাজিল, আর বাড়লেই হয় পাগল !

কা—চমৎকার লোক তুমি দাদা ! ছেলেকে স্কুলে দিয়েই খালাস। কিন্তু তাকে মানুষ করতে হ'বে কি করে, সে বিষয়ে একবারও মাথা ঘামানো দরকার মনে করনা। কলের পুতুলের মত শুধু পড়া মুখস্থ ও একজামিন পাশ করলেই মনে করলে বুঝি সব হ'য়ে গেল ? কল্পনা, চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, সমস্তই তোমাদের এই শিক্ষার জাঁতাকলে যতদিন পিষে মারতে না পারছ, ততদিন বুঝি তোমার মন সুস্থির হচ্ছে না !

পি—মাফ্ করো ভাই ! ঠিক্ বুঝ্‌তে পারলুম না। লেখাপড়া শিখে একজামিন পাশ করলে, মানুষের চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি প্রভৃতি যে কি রকম করে' লোপ পেয়ে যায়, তা' তো ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা !

কা—আচ্ছা, তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই ধর খোকার কথা, —ও পড়ছিল নেপোলিয়ানের গল্প। তা'র বীরত্বে ওর হৃদয় মুগ্ধ হ'য়েছে কিন্তু সন্তুষ্ট হয়নি, কারণ সে অপর দেশের লোক। ওর ইচ্ছা যে আমাদের দেশে এমন কোন লোক থাকে যে নেপোলিয়নের মত বা তা'র চেয়েও বীর ! এ রকম একজন বীর আমাদের দেশেও ছিল কল্পনা করতে পারলে ওর অন্তর আনন্দে ও গর্ব্বে ভরে' উঠত। সেই জন্যই ও তোমাকে ওকথা জিজ্ঞাসা করেছিল। তুমি যদি এর ভাল উত্তর দিতে, তাহ'লে একসঙ্গে ওর মনে বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা

ও দেশের প্রতি প্রীতি উদ্রিক্ত হ'ত, আর কল্পনাশক্তিও পুষ্ট হ'ত। কিন্তু এই যে ধমক দিলে, তাতে উক্ত তিনটী বৃত্তিকেই আঘাত দিলে। অতএব এই রকম করে' পড়া মুখস্থ ও একজামিন পাশ করে' চল্‌লে, শেষ পর্য্যন্ত ওর মনের এই সকল বৃত্তি যে একে-বারে লোপ পাবে, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? উত্তর দাও!

পি—রেহাই দাও ভাই—উঃ! তুমি তো অনায়াসে এক নিশ্বাসে এত বড় বক্তৃতা দিয়ে গেলে, কিন্তু বক্তৃতাটা শুনেই আমার হাঁপ ধরে গেছে! ব্যাপারটা ঠিক বুঝ্‌তেই পারলুম না, তো উত্তর দেব কি? দেখ সত্যি কথা বল্‌ব, রাগ কোরোনা। খোকা যে মহাভারতের বিষয় প্রশ্ন করেছিল, সেটা শিশুসুলভ কৌতূহলমাত্র। তা'র মধ্যে অত বড় বড় কথা কিছুই নেই। তিলকে তাল করবার অসাধারণ ক্ষমতা তোমার আছে, একথা অস্বীকার কর্‌ছিনা।

কা—তাহ'লে আমি যা বল্‌লুম সে বিষয়ে তুমি বিশ্বাস কর না?

পি—ঐ তো বল্‌ছি—তোর কথা বুঝতেই পারলুম না, তা'র আর বিশ্বাস করব কি?

কা—(বিদ্রূপাত্মকভাবে) জেগে ঘুমুলে কি কেউ জাগাতে পারে দাদা?

পি—(গম্ভীরভাবে) আচ্ছা তুই কি সত্যিই মনে করিস যে, এইরকম ভাবে পড়ে খোকার লাভের চেয়ে লোক্‌সান বেশী হ'চ্ছে?

কা—ডিগ্রীর চেয়ে মনুষ্যত্ব যদি বড় হয়, তাহ'লে ওর ক্ষতি হ'চ্ছে নিশ্চয়ই!

পি—হুঁ—(সহসা ক্রোধান্বিতভাবে) খোকা, বইখানা এদিকে নিয়ে আয়তো ! (ধীরেশ উঠিবার পূর্ব্বেই ধীরেশের পিতা স্বয়ং উঠিয়া গিয়া তাহার হাত হইতে বইখানি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আরও দু একখানি বই যাহা সেখানে ছিল লইয়া, ফেলিয়া দিলেন। ধীরেশ ও তাহার কাকা অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল) আজ থেকে এই সব বইয়ে আর হাত দিস্‌নি ; তোর কাকা যে রকম বলে সেই রকমভাবে পড়াশুনা করবি, বুঝ্‌লি ?

পু—(সহসা কাঁদিয়া উঠিয়া) বাঃ রে, তোমরা দুজনে কর্‌বে ঝগ্‌ড়া, আর মাঝে থেকে আমার বইগুলি সব যাবে ! (ক্রন্দন)

(ধীরেশের পিতার বন্ধুর প্রবেশ)

বন্ধু—কি হে, খবর কি ? কিরে খোকা, কাঁদছিস কেন ? (খোকার কাকা ও পিতার অপ্রতিভ মুখের দিকে চাহিয়া) ওঃ —আবার লেগেছ বুঝি দুই ভা'য়ে ! না, তোমরা বেড়ে আছ ! বাস্তবিক মাঝে মাঝে মনটা যখন নিতান্ত মিইয়ে ঝিমিয়ে যায়, সেই সময়ে একটু চেঁচামেচি করে' মনকে চম্‌কে নেওয়া বিশেষ দরকার মনে হয়। কিন্তু তোমাদের দুজনের মাঝে পড়ে, খোকা বেচারির প্রাণ যে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌ল, সেদিকে ঠাহর আছে কি ? (কাঁদিতে কাঁদিতে ধীরেশের প্রস্থান)।

কা—ঠিক্ বলেছেন আপনি ! দাদা আমার উপর চটে মাঝে থেকে খোকাকে কেন শাস্তি দেন তা' তো বুঝ্‌তে পারিনা !

পি—(হাসিবার চেষ্টা করিয়া) এই দেখ একবার পাগ্‌লামি ! আমি তোর উপর চট্‌লুমই বা কখন, আর খোকাকে শাস্তিই বা

দিলুম কোথায় ? তুই আমার চেয়ে এসব বিষয় বুঝিস্ ভাল, তুই বল্‌লি যে রকম ভাবে খোকা এখন পড়ছে তা'তে তার ক্ষতি হ'বে। যাতে ভবিষ্যতে ক্ষতি না হয়, তা'র ব্যবস্থা কর্‌লুম। এতে রাগ্‌টা আমার দেখ্‌লি কোথায় ? কি আশ্চর্য্য—হাঃ—হাঃ!

কা—অর্থাৎ কিনা খুব সন্তুষ্টচিত্তে খোকার বইখানা কুচিয়ে ফেল্‌লুম!

ব—সত্যি ভাই—ঘরে ঢুকেই তোমার মুখের যে অবস্থা দেখেছিলুম, সেটা অতিমাত্রায় তোমার খুসী জ্ঞাপন করছিল বলে তো মনে হয় না। যাক্—ব্যাপার কি বলতো ?

পি—ব্যাপার আর কি ?—কঃ পন্থা ? খোকাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার প্রকৃষ্ট পন্থা কি সেইটাই হচ্ছে সমস্যা।

ব—এই রে তোমাদেরও "সমস্যা"য় পেয়েছে! আজকাল 'সমস্যা'র একটা হাওয়া এসেছে। অন্নসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা—খুব সামান্য জিনিষকে বড় বড় নাম দিয়ে এরকম ঘোরালো করে' তোল্‌বার মানে যে কি তা'তো বুঝি না!

পি—(ভ্রাতার প্রতি কটাক্ষ করিয়া) শুন্‌ছিস্, বন্ধুবর কি বল্‌ছেন ?

কা—শুন্‌ছি বটে, কিন্তু বুঝ্‌ছিনা। আচ্ছা মশাই, যেটা বাস্তবিকই সমস্যা, সেটাকে "সমস্যা" না বলে "যৎকিঞ্চিৎ" বল্‌লেই কি তা'র দুরূহতা কিছু কমে যায় মনে করেন ? আগুনকে আগুন না বলে' জল বলে, তা'র মধ্যে হাত দিলে, হাতটা ঠাণ্ডা হ'বার বিশেষ সম্ভাবনা আছে নাকি ?

ব—বাপু—জিনিষটা একেই দুর্ব্বোধ্য। তা'র উপর রূপকের ধোঁয়ায় যদি একেবারে অন্ধকার করে' দাও তা'হ'লে কিছুই বোঝা যাবে না!

কা—আচ্ছা, এ বিষয়ে আপনার যা' মত তা' রূপক ছেড়ে বাস্তব দিয়ে ব্যখ্যা করে' দিন, তাহ'লেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।

ব—ব্যাপারটা তো পরিষ্কার হ'য়েই আছে। এই ধর না আমাদের কথা। আমাদের বাপ মা এবং গুরুজন আমাদের শিক্ষার পক্ষে যে পথ ভাল বলে' বুঝেছিলেন, সেই পথ ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সে পথে চলে আমরা যে বাঁদর হয়ে পড়েছি, একথা তো কাউকে বল্‌তে শুনিনি। সেই শিক্ষার জোরেই আজ সমাজের একজন হয়ে আছি, স্ত্রীপুত্রের ভরণ-পোষণ করছি,—এক কথায় মানুষের যা' কর্ত্তব্য সবই করছি। সেই রকম এখন আমরা যে পথ ভাল বলে' বুঝ্‌ব সেই পথে আমাদের ছেলেদের চালিত করব। ওরাও আমাদের মত না হ'য়ে, বাঁদর হ'য়ে পড়বে—এ রকম ভয় করবার কোন কারণ ঘটেছে কি?

কা—শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য আপনি কি মনে করেন?

ব—সাংসারিক অভাব মোচন করে' স্ত্রীপুত্রপরিবার নিয়ে সমাজের দশজনের সঙ্গে সদ্ভাবে থাক্‌বার পন্থা বাৎলে দেবে,—এই তো শিক্ষার উদ্দেশ্য।

পি—না, না, এ তুমি ঠিক বল্‌লে না। মানুষের চরিত্র বলে' একটা জিনিষ আছে—শিক্ষাদ্বারা সেইটাকে·· ···

ব—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা' আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তা'তে আমাদের চরিত্র বুঝি হারিয়ে বসে আছি?

কা—আপনারা চরিত্র হারান্নি বটে—কিন্তু তা'কে যে বাড়ান্নি, এ কথাও ঠিক্।

ব—দেখ ভাই, হারান ও বাড়ানতে ছন্দ মিল্ল ভাল, কিন্তু মানে মিল্ছেনা।

কা—বাড়ান্নি, অর্থাৎ কিনা তা'কে বিকশিত করে তুল্তে পারেন্নি।

ব—আচ্ছা, শিক্ষার উদ্দেশ্য তোমার কি মনে হয়?

কা—শিক্ষার উদ্দেশ্য?—জ্ঞানচর্চ্চা ও চরিত্রবিকাশ, culture ও মনুষ্যত্ব অর্জ্জন!

ব—তার ফলে?

কা—Culture ও মনুষ্যত্ব লাভই চরম ফল।

ব—আর অর্থোপার্জ্জন?

কা - এই শিক্ষার দ্বারা অর্থোপার্জ্জন হ'তেও পারে, আবার নাও হ'তে পারে। হয় তো ভালই—না হয় তো দুঃখিত হ'বার কারণ নেই। লক্ষ্মী সরস্বতীর ঝগ্ড়া যে চিরকেলে—এ কথাতো কারুর অজানা নেই।

ব—হ্যাঃ— অর্থোপার্জ্জন করে' কি হ'বে? ওটা বড় স্থূল, বড় material বস্তু, না? ডাল ভাত না খেয়ে ছাদের উপর মলয় হাওয়া আর চাঁদের সুধা খাওয়ার চেষ্টা করাই হ'ল culture, কি বল?

পি—ভায়া আমার বলে ভাল! মলয় হাওয়া আর চাঁদের সুধা খাওয়া, হাঃ হাঃ।

ব—বাস্তবিক তাই। কিন্তু শুধু মলয় হাওয়া আর চাঁদের সুধা খেয়ে থাক্‌বার যিনি চেষ্টা করবেন, তাঁকে শীঘ্রই যে খাবি খেতে হ'বে এ কথা ভোলাটাও কি ভাল?

কা—আজকালকার culture মানে যে এই রকম sentimentality, তা আপনি কি ক'রে জান্‌লেন?

ব—দারুণ অভিজ্ঞতা থেকে আর কোথা থেকে? তবে বলি শোন। ছেলের জন্য প্রাইভেট্ টিউটারের বিজ্ঞাপন দিলুম। প্রথম যিনি এলেন তাঁর পড়াবার Method টা একবার শোন। একদিন দেখি তিনি ছেলেকে Geography পড়াচ্ছেন। ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"Venice কোথায়?" ছেলে বল্লে—"Italyতে—এই বলে, Map দেখিয়ে দিলে। তারপর দেখি Italy ও Veniceএর সম্বন্ধে এক লম্বা Lecture আরম্ভ হ'য়ে গেল। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কেমন, সেখানে আর্টের কি রকম বিকাশ হ'য়েছিল, তা'র সঙ্গে ভারতের তুলনা। ছেলেটা গল্প পেয়ে হাঁ করে গিল্‌তে লাগ্‌ল। আমি তো প্রমাদ গণলুম। তাঁকে আড়ালে ডেকে বল্লুম, "মশায়, পড়াবার সময় অবান্তর গল্পগুলো বাদ দিলেই ভাল হয় না!" আর যাবে কোথায়—তিনি একেবারে লেজে-পা-সাপের মত ফোঁস্ ক'রে উঠেছেন। আমাকে তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে, ওই গল্পগুলি একেবারেই অবান্তর নয়, তার শিক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। তাঁকে কাজে কাজেই

অব্যাহতি দিয়ে আর একজন মাষ্টার আনলুম। ও বাবা—ইনি আবার 'গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং'। ইনি থার্ড ক্লাসের ছেলেকে কবিতা পড়াতে গিয়ে শেলি, রবীন্দ্রনাথ quote করেন—প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের গভীর সম্বন্ধবিষয়ে তত্ত্বব্যাখ্যা করেন—বিবেকানন্দের জীবনী পড়াতে গিয়ে ছেলেকে বোঝান—"টাকা পয়সা না হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু চরিত্র চাই।" কাজে কাজেই তাঁকেও ছাড়াতে হ'ল। তারপর এবার যে শিক্ষকটী পেয়েছি একেবারে মনের মতন। একটী বাজে কথা বলে না, taskএর উপর task দিয়ে ছেলেটাকে একেবারে টিট্ করে' রেখেছে। আগের ছুটো মাষ্টার ছিল যেন তার খেলার সাথী, কিন্তু এ মাষ্টারকে সে যমের মত ভয় করে। বাস্তবিক ভাই, আজকাল তোমরা এই culture এর ধূয়ো তুলে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় করেছ। ঘরে বাইরে তোমরা যদি এই রকম ব্যাপার কর তো আমাদের পাগল হ'য়ে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

পি—আমার কিন্তু মত অন্য রকম। একটা মুস্কিলের সময় এসেছে সন্দেহ নেই। তুমি আমাদের পূর্ব্ব পদ্ধতিকে মেনে নেওয়া যতটা সোজা বলে মনে কর, আমি তা' করিনে। প্রচলিত পদ্ধতির উপর একান্ত বিশ্বাস আর আমার নেই, কিন্তু কোন পথে যাব তাও ঠিক বুঝ্ছিনা। এ অবস্থায় আমরা পাগল না হ'য়ে আমাদের ছেলেদের পাগল হ'য়ে যাবারই বেশী সম্ভাবনা। কারণ, এ অবস্থায় শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ হ'বেই, আর প্রত্যেক দলের লোক নিজেদের মতকে বড় করবার জন্য তাঁদের দলে ছেলেদের টান্‌তে

চেষ্টা করবেন। এই রকম দশচক্রে আমাদের ছেলেরা যে কি রকম ভূত হ'য়ে দাঁড়াবে তা'তো ভেবে উঠতে পারি না।

ব—আর ভেবে কাজ নাই ভাই—মাথা গরম হ'য়ে গেছে। (ধীরেশের কাকার দিকে চাহিয়া) আজ এই পর্য্যন্তই থাক, কেমন? একটু দাবা খেলে মাথাটা খোলসা করে' নেওয়া যাক্। কইরে মদন, দাবার সরঞ্জামটা এদিকে নিয়ে আয় না।

কা—হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনারা খেলুন।

পি—কইরে মদন—!

[পট ক্ষেপণ]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণী—বিদ্যালয় বসিয়াছে, কিন্তু শিক্ষক মহাশয় এখনও আসেন নাই। কিছুক্ষণ পরে শিক্ষক মহাশয়ের প্রবেশ। ছেলেরা সমস্বরে চাপা গলায় "Late Late" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। শিক্ষক মহাশয় একবার সকলের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীরভাবে বসিলেন)

শি—আজ এই Hourএ তোমাদের কি আছে হে ?

সকলে—Essay, Sir.

শি—সকলেই লিখেছ তো ?

সকলে—আজ্ঞে হাঁ।

শি—প্রবোধ, তোমার Essay নিয়ে এসো। আজকের Essayটা কি বিষয়ে ছিল ? (প্রবোধ উঠিয়া আসিয়া শিক্ষকের হাতে খাতা দিল) হুঁ—Self-denial—হুঁ—মন্দ হয়নি। তা' কোন বই দেখে দেখে টুকেছিস্ নাকি ?

প্র—না Sir, আপনি যেমন বলেছিলেন—আগে Students' Treasury থেকে ছাঁকা মুখস্ত করেছি, তারপর লিখেছি।

শি—আচ্ছা—বল্ দেখি।

প্র—(চক্ষু বুজিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অপূর্ব্ব সুর ও মুখভঙ্গি

সহকারে) Self-denial is another name for the repression of the immoderate indulgence of the six carnal passions with which we are born in this world. Man's nature is twofold.........

শি—থাক্, থাক্, খুব হ'য়েছে—বস। কই বীরেন, তুমি এস। (খাতা লইয়া বীরেন শিক্ষকের হস্তে দিল। একটু দেখিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে) বাঃ, বাঃ, চমৎকার লিখেছিস্ যে, কোন্ বই থেকে লিখ্লি ?

বী—কোন বই থেকে নয় Sir, নিজের মন থেকে।

শি-(সহসা গম্ভীর হইয়া) হুঁ—তা বুঝেছি—সেই জন্যই আর maintain করতে পারনি-শেষটা একেবারে flat হ'য়ে গেছে। দেখ বাপু, তোমার বড় একগুঁয়ে স্বভাব। তোমাকে পাঁচশো বার বলেছিনা যে, কোন বই থেকে মুখস্থ করে লিখবে—নিজে ওস্তাদি করতে যেয়োনা।

বী—Essayর বই দেখে লিখলে বাবা বকেন Sir ; তিনি বলেন বইয়ের Essay থেকে মুখস্থ করলে চিন্তাশক্তি একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে। কোনকালে আর ভাল Essay লিখতে শিখবিনা। তার চেয়ে আপনার মন থেকে লিখতে চেষ্টা কর—প্রথম প্রথম খারাপ হতে পারে, কিন্তু পরে খুব ভাল হ'য়ে যাবে।

শি—(মুখভঙ্গী করিয়া) যেমন এই ভাল হ'য়েছে ! আরে বাপু, তোমার বাবার যদি তাই মত, তবে ছেলেকে স্কুলে দেন কেন ? বাড়ীতে পড়ালেই তো পারেন ! যাও বসগে। (খাতাখানি ছুঁড়িয়া দিলেন) কই ধীরেশ দেখি। (একটি ছেলেকে ক্লাশের

দরজা হইতে উঁকি মারিতে দেখিয়া) কে রে তুই, এগিয়ে আয়, এগিয়ে আয়।

(বালকটি ধীরে ধীরে শঙ্কিতচিত্তে ভিতরে প্রবেশ করিল)

বা। আজ্ঞে, আমি।

শি—তুই কে, কোন্ ক্লাশে পড়িস ?

বা—আজ্ঞে, fourth classএ পড়ি।

শি—উঁকি মারছিলি কেন ?

বা—উঁকি মারি নি sir, আমি জল খেতে যাচ্ছিলাম।

শি—এই তো স্কুল বস্‌লো, এতক্ষণ খেতে পারনি ? সব বুজরুকী। দেখি তোর কেমন তেষ্টা পেয়েছে—হাঁ কর, হাঁ কর !

(বালক মুখ ব্যাদান করিল)

শি—ওই তো তোর জিবে জল রয়েছে, তেষ্টা পেলে তো জিব শুক্‌নো হতো। আমার সঙ্গে চালাকী। যাও ক্লাসে বসগে।

(বালককে চপেটাঘাত ও কাঁদিতে কাঁদিতে বালকের প্রস্থান)

কই হে ধীরেশ !

ধী—(সবিনয়ে) আজ্ঞে, আমার লেখা হয়নি।

শি—হুঁ—তবে প্রথম যখন জিজ্ঞাসা করলুম, তখন বল্‌লে যে সবারই লেখা হ'য়েছে।

ধী—না Sir, আমি বলিনি ; সকলে যখন 'হাঁ' বলেছিল আমি তখন চুপ করে' ছিলাম।

শি—মাথা কিনেছিলে আর কি ! তা', লেখা হয়নি কেন ?

জনৈক ছাত্র—আমাদের Classএর মাণিকের Sir, অসুখ

করেছে জানেন তো। তাকে ও দুবেলা Nurse করতে যায়, সেই জন্য বোধ হয় লিখতে পারেনি।

শি—কিহে ধীরেশ, তাই নাকি?

ধী—আজ্ঞে হাঁ, লেখবার সময় পাইনি।

শি—মাণিকের সঙ্গে আড্ডা দেবার সময় পেয়েছিলে তো?

ছাত্র—মাণিকের সঙ্গে আড্ডা দেবে কি Sir? তা'র যে খুব জ্বর! তা'কে দেখবার তো কেউ নাই Sir, তাই ও রাতদিন প্রায় সেইখানে থাকে।

শি—তার যদি কেউ নেই তো তোমরা দেখনা কেন বাপু? বোকা পেয়ে ওকে দিয়েছ সেখানে লেলিয়ে, আর নিজেরা পড়াশুনা করে' কাজ গুছাচ্ছ।

ছাত্র—ওকে, লেলিয়ে দিয়েছি? কি বলেন Sir! আমরা জানতুমই না যে মাণিকের অসুখ করেছে। কাল আমরা তিনচারজন মিলে ধীরেশের বাড়ী গিয়েছিলাম, ওকে ডাক্‌তে। শুন্‌লুম ও মাণিকের বাড়ী গেছে। সেখানে মাণিকের মা ওর কত সুখ্যাতি করলেন, বল্‌লেন যে ধীরেশ না থাক্‌লে মাণিককে এবার বাঁচান শক্ত হ'ত। তা' Sir, Self-denialএর Essay লিখতে দিয়েছিলেন, ও কাজে Self-denial করে' এসেছে—ভালই করেছে তো Sir!

শি—থাক্ থাক্, তোমাকে আর ফোবলদালালি করতে হ'বেনা। তা' বাপু ধীরেশ, এটা কি ভাল হ'চ্ছে? নিজের কাজ হারিয়ে পরোপকার করা, এটা কি বুদ্ধিমানের মত কাজ হচ্ছে? এই তো গত বৎসর ফাষ্ট´ হতে পারলে না, সেকেণ্ড হয়ে গেলে।

এবার তো দেখছি আরও নীচে যাবে। নিজের এরকম অবনতিতে লজ্জা বোধ হয় না ?

তৃতীয় অঙ্ক

(প্রশস্ত ময়দান। তাহার এক প্রান্তে প্রবোধ,
ধীরেশ ও বীরেন আসীন)

প্র— ধীরেশ, কাল আমাদের ওখানে আসছিস তো অঙ্ক কস্‌তে ?

ধী—আমি তো প্রায়ই তোর বাড়ী যাই, কিন্তু তুই তো একদিনও এলিনা। না—কাল আমি যাবনা, তোকে আস্‌তে হবে আমার বাড়ীতে।

বী—বাস্তবিক, প্রবোধ দিন দিন একদম্ কুনো বনে' যাচ্ছে।

প্রঃ—তুমিতো জান ভাই যে, বেরুলে বাবা কি রকম বকেন, তাইতো বেরুতে পারি না।

ধী—বাঃ এতে বক্‌বার কি আছে? তুমি আসবে অঙ্ক কসতে আমার বাড়ীতে এর জন্যে তোমার বাবা বক্‌বেন ?

প্র—বাবা যে বিশ্বাস করেন না। তাঁর ধারণা তাঁর চোখের আড়াল হলেই আমি খেলা করি। খাতা বই নিয়ে বেরুন একটা ছুত্‌না মাত্র !

ধী—সে কিহে! তোমার বাবা তোমার কথা বিশ্বাস করেন না? তুমি যদি তাঁকে বল যে অঙ্ক কসে এলে, তবুও তিনি মনে করবেন যে তুমি খেলে এলে?

বী—গোড়া থেকে বাপকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলে এই রকমই হয়, বুঝলে না হে ধীরেশ, হাঃ, হাঃ।

ধী—অর্থাৎ?

বী—অর্থাৎ কিনা—কোনদিন ভুলেও বাবার কাছে একটি সত্য কথা বলেনি!

প্র—না না, এ তুমি অত্যন্ত বাড়িয়ে বল্‌ছ বীরেন। ধীরেশ শোন, জানত বাবা একটু কড়া লোক। ছেলেদের একদম বাঁধাবাঁধির ভিতর রাখতে ভাল বাসেন। ঘুমনো, পড়া, খেলা, সব বিষয়ে ঘণ্টা ধরে নিয়ম ক'রে দেওয়া। তার এক চুল এদিক ওদিক হ'লেই অস্থির। কিন্তু অত বাঁধা-বাঁধির ভিতর কি থাকতে পারা যায়? তাই, ওর মধ্যে সুবিধা পেলেই ফাঁকি দেই, আর সেই ফাঁকি ঢাকবার জন্যে যা একটু আধটু মিথ্যা বলি। তা অমন মিথ্যা প্রায় সব ছেলেই বলে থাকে!

ধী—(সবিস্ময়ে) ও রকম মিথ্যে সব ছেলেই বলে থাকে কিহে? মিথ্যা কথা বলাটা ছেলেদের স্বভাবের অন্তর্গত মনে কর নাকি?

বী—তা এক রকম বই কি! তোমার মতন moralist তো সবাই নয়?

প্র—বলতো ভাই বীরেন, বলতো।

ধী- যাক্, তোদের কাছ থেকে একটা নতুন কথা শিখলুম। আচ্ছা তোর বাবা যদি এত কড়া লোক তো সে দিন রাত্রে বারোয়ারিতলায় যাত্রা শুনতে গিয়েছিলি কি ক'রে?

বী—বলনা হে প্রবোধ, সে একটা মস্ত বড় adventure।

প্র—তবে বলি শোন, বাবা সে কথা জানেন বুঝি? বারোয়ারি তলায় যাত্রা হ'বে শুনে খাবার সময় বাবা গম্ভীরভাবে বল্‌লেন--"খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়গে, যাত্রা শুনতে যেন যাওয়া না হয়।" জানতো, রাত থাকতে উঠে পড়তে হয় বলে' আমি বাইরের ঘরে শুই। বাইরে এসে, ভাল মানুষের মত শোওয়া গেল। রাত দশটার সময় বাবা একবার Personal Inspection এ এলেন। সব দেখে শুনে স্বহস্তে সদর দরজা বন্ধ করে, উপরে শুতে গেলেন। আমি তখন শ্রীকৃষ্ণের কপট নিদ্রায় আর কি! তারপর যাঁহাতক এগারটা বাজা, বাড়ি ঘর নিশুতি হওয়া, অমনি পাঁচিল টপ্‌কাইয়া যাত্রাতলায় গমন; আর যাঁহাতক চারটে বাজা, অমনি পূর্ব্ব পথে প্রত্যাগমন। পাঁচটার সময় বাবা এসে দেখেন আমি ভাল ছেলেটির মত চোখে মুখে জল দিয়ে পড়বার উদ্যোগ করছি।

ধী—কি ভয়ানক! এযে নিছক্ জুয়াচুরি। বাবার সঙ্গে এই রকম প্রতারণা।

বীঃ—তোমার বাপু সব তাতেই বাড়াবাড়ি। লুকিয়ে যাত্রা শুনেছে তো তা'র নাম হ'ল জুয়াচুরি, প্রতারণা! অমরকোষ থেকে আরও বড় বড় দুচার্‌টে শব্দ ওর সঙ্গে জুড়ে দেও, শোনাবে ভাল!

প্র—যাক্, সে কথা। দেখ্ ভাই ধীরেশ, তোর বাবা সব বিষয়ে মত দেন, তাই কোন গোল হয় না। আচ্ছা তোর বাবা যদি সেদিন যাত্রাতলায় যেতে বারণ করতেন, তুই তা' হলে' কি করতিস্ ?

ধী—কি আর করতুম! যদি বাবার কথাটাই বড় ব'লে মনে হ'ত তো যাত্রাতলায় যেতুম না, আর যদি যাত্রা শোনাটাই বড় বলে মনে হ'ত তো বাবাকে জানিয়ে যাত্রা শুন্‌তে চলে যেতুম, এবং তার জন্যে যে শাস্তি হয় গ্রহণ করতুম।

বী—হাঁ, হাঁ, Lecture দিতে সবাই পারে। অমন দেবতুল্য বাপ পেয়েছেন, তাই বীরত্ব ফলাচ্ছেন হেন্ করতুম, তেন্ করতুম। আরে বাপু, আমাদের মত Strict guardian পেলে ঐ এক পথই অনুসরণ করতে হ'ত।

ধী—বাবার সঙ্গে এই নিয়ে প্রায়ই আমরা খুঁটীনাটী হয়। তাই তিনি আমার সব ভারই কাকার হাতে দিয়েছেন, আর কাকা আমাকে অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে মানুষ ক'রে তুল্‌ছেন।

বী—আহা, সেই কথাই তো আমরা বল্‌ছি!

ধী—আমার কাকা কি বলেন জান? এ ক্ষেত্রে guardian দেরই দোষ বেশী। তোমাদের প্রত্যেক ইচ্ছা ও কাজে এই রকম অন্যায়ভাবে বাধা দিয়েই তাঁরা তোমাদের মিথ্যাবাদী গড়ে তুলছেন।

বীঃ—দেথ ধীরেশ, সত্যি কথা বল্‌ব, রাগ কোরোনা! আমরা মিথ্যাবাদী হতে পারি, কিন্তু তোমার মতন গুরুজনদের কাজের ছল ধরা, ভুল দেখানো প্রভৃতি জ্যাঠামো আমাদের নেই।

এই Head Master এর সেই সামান্য বিষয়টা নিয়ে তুমি কি রকম কাণ্ডটা করলে বল দেখি!

ধী—সেটা সামান্য ব্যাপার হ'ল? তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হ'য়ে ঘুষ নিতে পারেন আর আমরা তার প্রতিবাদও করতে পারি না?

বী—ওকে তুমি ঘুষ নেওয়া বল?

ধী—ঘুষ ছাড়া ওকে আর কি বলা যায়? এবারে যে তিনটি ছেলেকে তিনি প্রথমে allow করলেন না, তা'দের নানারকম করে বুঝিয়ে দিলেন যে, তারা যদি তাঁর কাছে private এ পড়ে তাহ'লে তাদের allow করবেন। তার মধ্যে একটা ছেলের বাড়ী দূরে, সে ওঁর কাছে পড়তে পারে না জানেন, তবু তা'র কাছ থেকে ৩০৲ টাকা নিয়ে তবে তা'কে পাঠালেন। লোককে বোঝালেন, ও ছ'মাসের Tuition Fees advance দিয়ে গেল। কিন্তু সে যে সেই গেল আর এল না।

প্র—দেখ ভাই ধীরেশ, বাবাকে আমি ওই কথাই বলেছিলুম। তিনি আমাকে এক ধমক দিয়ে বল্‌লেন-"মাষ্টারের সঙ্গে লেখাপড়ার সম্বন্ধ। সে কি করে, কি খায়, কোথা যায়, এসব তোর দেখবার দরকার কিরে?

ধী—সেকি হে, মাষ্টার মহাশয়দের সঙ্গে আমাদের শুধু লেখা পড়ার সম্বন্ধ? তাঁরা সব বিষয়ে আমাদের আদর্শ নন? তাঁদের দেখেই তো আমাদের চরিত্র গড়ে উঠবে।

বীঃ—হ্যাঃ—ঐ "চরিত্তির" "চরিত্তির" তোমার একটা mania!

আচ্ছা, আমরা না হয় মিথ্যাবাদী, গুরুজনদের কাজের ছল ধরতে পারিনা, আমরা নয় চরিত্রহীন। তুমি না হয় খুব চরিত্রমান—থুড়ি থুড়ি চরিত্রবান। আচ্ছা তোমার এই "চরিত্তির" দিয়ে আমাদের চেয়ে কি বেশী লাভ হ'য়েছে তোমার বলতো? বল না হে প্রবোধ, তুমি যে একদম বোবা মেরে গেলে।

প্র—না ভাই, আমি তোমাদের অত চুলচেরা তর্ক বুঝি না, —তাই চুপ্‌চাপ শুন্‌ছি। ভাবতে গেলেই দেখি গোল, তাই চোখ বুজে দিনগত পাপক্ষয় করে যাই। অত মাথা ঘামানোব্‌ মজুবি দেবে কে?

বী—ধীরেশ বল, চুপ করে থাক্‌লে চলবে না, উত্তর দাও।

ধী—এখন সে কথা বল্‌ব না। যখন আমরা বড় হ'ব সকলেই সংসারে প্রবেশ কর্ত্তে যাব, তখন যদি সবাই এক সঙ্গে থাকি, তো দেখিয়ে দেব চরিত্রের দ্বারা কি লাভ করেছি।

বী—অর্থাৎ কিনা—উত্তর দেবার কিছুই নেই। আচ্ছা, আচ্ছা —দেখা যাবে তোমার ওই "চরিত্তির" নিয়েই তুমি কত বড় হও, আর ওই "চরিত্তির" না নিয়েই বা আমরা কত বড় হতে পারি।

প্র—বীরেন, তুই বড় ঝগড়াটে! যাক্‌ ধীরেশ, সন্ধ্যা হ'য়ে এল, বাড়ী যাওয়া যাক্‌। কাল কিন্তু আসা চাই অঙ্ক কস্‌তে।

[পটক্ষেপণ]

চতুর্থ অঙ্ক

(কলিকাতার ছাত্রাবাসের একটী কক্ষ। নিদ্রাভঙ্গের পর প্রবোধ প্রসাধনে রত। বীরেনের প্রবেশ।)

বী - কিরে, কি পড়ছিস্ ?

প্র--হ্যাঁ পড়ছি, ঘুমে বলে আমার চোখ ঢুলে আসছে, এখন আবার পড়বে !

বী-- কালও তুই থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলি বুঝি ? নাঃ—তুই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলি ; সামনেই পরীক্ষা আর তুই এমনি ক'রে সময় নষ্ট করছিস্। তোর বাবা জানতে পারলে কি বলবেন বল দেখি ?

প্র—যা' করব তা'র সবই যদি বাবা জানতে পারবে, আর তা'র জন্যে যদি জবাবদিহি করতে হবে—তা' হলে হোষ্টেলে থাকার আর সুখ কি ?

বী—তুমি তা'হলে Guardian দের চোখে ধূলো দেবার জন্যেই হোষ্টেলে থাক ?

প্র—আরে শুধু আমি কেন ?—শতকরা ৯৯ জন ছেলে ওই জন্যেই হোষ্টেল এত পছন্দ করে। কলকাতায় যাদের আত্মীয়ের বাড়ি আছে, তাদের মধ্যেও অনেক ছেলে যে হোষ্টেলে থাকে, তার ওই এক কারণ ! বাড়ীতে বলে—আত্মীয়দের বাড়ি গোল-

মাল, পড়ার সুবিধা হবে না, হোষ্টেলেই পড়ার সুবিধা বেশী। কিন্তু আসল কথা—হোষ্টেলে পড়ার সুবিধার চেয়ে ফুর্ত্তির সুবিধাই বেশী, তাই হোষ্টেলের উপর এত টান্।

বী—নাঃ—তুই যদি পড়া শুনায় এই রকম অবহেলা করিস্, তাহ'লে দেশে গিয়ে তোর মাকে বলে' দেব।

প্র—না, না—ক্ষেপেছিস্! দেখিস্, পরীক্ষার আগে আর আমি একদিনও থিয়েটারে যাবনা। বাস্তবিক—কাল যদি তুই যেতিস্, বামাসুন্দরীর কি natural posture! যেমনি গলা, তেমনি ভঙ্গী—একেবারে Super-excellent!

বী—নাঃ—তুই বামাসুন্দরী আর শ্যামাসুন্দরী করেই ক্ষেপে যাবি দেখ্ছি। কার কেমন entrance, কার কেমন exit, কার কেমন gesture posture—এই নিয়েই তো আছিস্!

প্র—আরে বাপু, একটা mania না হ'লে কি মানুষ বাঁচে? আমার যেমন থিয়েটার, তোমার তেমনি বায়স্কোপ।

বী—বায়স্কোপ তা' বলে থিয়েটারের চেয়ে ঢের innocent amusement!

প্র—হাাঃ, তা' আর জানি না,! বিলাতী যে সব Films দেখায়, একেবারে scandalous।

বী—মেনে নিলুম বাবা—আমরা দুজনেই সমান পাপী! আমরা তো আর ধীরেশ নই, যে "চরিত্তির" হারাবার ভয় রাখি।

প্র—হাঁ, হাঁ—ভাল কথা! ধীরেশ এক মহা কেলেঙ্কারি করেছে, শুনেছিস্?

বী—এ্যাঁ বলিস্ কি ! ধীরেশ is the কেলেঙ্কারি ! তাহলে তার এতদিনের "চরিত্তির" gone to the dogs হায়, হায় !

প্র—তুই যা' ভাব্ছিস তা নয়। তার চরিত্তিরটা রাখ্তে গিয়েই কেলেঙ্কারি !

বী—(সাগ্রহে) সে কি রকম ?

প্র—কলেজে তার Percentage short পড়ে। সেতো ছেলে খুব ভাল, তার Scholarship পাবার chance আছে। তাই clerk বল্লে আমাকে গোটা পাঁচেক টাকা দাও, যাতে Non-collegiate হ'তে না হয় আমি তার ব্যবস্থা করছি। এত আর কোথায় আছে ! বাবুতো Clerk কে সেখানে এই মারেন তো এই মারেন—মহা গালাগালি মারামারি ব্যাপার ! সব clerk গেল চটে। তারা এককাট্টা হ'য়ে Principal এর কাছে উল্টো চাপ দিয়ে নালিশ করলে—অর্থাৎ কি না ওই টাকা দিতে গেছল, তারা নেয়নি বলেই এই গালাগালি মারামারি ব্যাপার। ধীরেশ সাক্ষী মান্লে তিনটি ছেলেকে। ওর এমনি বরাত যে, সেই তিনটি ছেলেরই Percentage short ! তা'দের ওই খানেই কড়ি দিয়ে খেয়া পার হ'তে হ'বে, তারা কি clerkএর বিরুদ্ধে যেতে পারে ? তারা বল্লে—আমরা কিছুই জানিনে, আমরা সেখানে ছিলুমই না। ধীরেশ এই শুনে, চটেমটেএক লম্বা lecture ঝেড়ে দিলে। Principal এতক্ষণ সব আস্তে আস্তে শুন্ছিলেন, এই বার চটে গিয়ে ওকে এক বৎসরের জন্যে suspend করে' দিলেন।

বী—কিন্তু যাই চল ভাই, এতে ধীরেশের যে খুব বেশী দোষ আছে তা'তো মনে হয় না!

প্র—না-দোষ নয়? ইচ্ছে করে' নিজের সর্ব্বনাশ করায় আর বাহাদুরি কি? জীবনের ভবিষ্যৎ যেখানে নির্ভর করছে, সেখানে Morality না ফলিয়ে চোখ বুজে ওই পাঁচটি টাকা দিয়ে দিলেই সব গোল মিটে যেত।

ধীরেশ—(ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করিয়া)—তার চেয়ে নিজের হাতে পিস্তল দিয়ে এই মাথাটা উড়িয়ে দিলে ঢের সহজেই গোল মিটে যেত!

প্র ও বী—(সমস্বরে) কে হে, ধীরেশ নাকি?

ধী—(নিজেকে দেখাইয়া)—কেন, এটা কি ধীরেশের প্রেতাত্মা বলে' সন্দেহ হ'চ্ছে নাকি?

প্র—বাস্তবিক, অদ্ভুত ছেলে তুমি ধীরেশ! এমন একটা ব্যাপার ঘটার পরও তুমি হাসি ঠাট্টা করতে পারছ! আমরা হ'লে হয় পাগল হ'য়ে যেতুম, না হয় আত্মহত্যা করে বস্‌তুম।

বী—দূর ক্ষ্যাপা, আমরা হ'লে ওই গোলমালটা ঘট্‌তই না! নির্ব্বিবাদে পাঁচটি টাকা দিয়ে এসে সর্ব্বত্র চাপা গলায় বাহাদুরি কিন্‌তুম—'কি রকম ফাঁকি দিয়ে Percentageটা বাগিয়ে নিয়ে আসা গেছে!'

ধী—(ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে) নিজেদের বিষয়ে এ রকম হীনতা স্বীকার করতে লজ্জা হয় না?

বী—(গম্ভীরভাবে) তুমিইতো বল ভাই যে, সত্যি কথা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করা উচিত নয়।

প্র—বাস্তবিক ধীরেশ,তোমার অতটা rash হওয়া উচিত হয়নি।

ধী—Rash, ফ্যাশ্ বুঝি না ; ও অবস্থায় যা' করা উচিত ছিল তাই করেছি।

প্র—না—তা' করনি! ওখানে, কোন গোলমাল না করাই তোমার উচিত ছিল।

ধী—কি বল্‌ছ হে প্রবোধ? নির্ব্বিবাদে ঘুস্ দিয়ে যাওয়াই আমার উচিত ছিল?

বী—আহা—না হয় বিবাদ করেই দিতে।

ধী—কি বল্‌ছ হে তোমরা? এত বড় public immorality কে তোমরা support কর?

বী—না করে' করি কি! দেখি ওটাকে support করবার এত লোক আছে যে, আমরা Support না করলে ওর কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি আছে। সে তো তোমার নিজের বিষয়েই বুঝতে পারলে!

প্র—বাস্তবিক,—Oppose করতে গিয়ে তোমার নিজের ক্ষতি ছাড়া আর কি করলে? তোমার আগেও যেমন ঘুষ নেওয়া চল্‌ছিল, তোমার পরেও তেমনি চল্‌বে। এই যে তোমার class-fellow তিনটি সব জেনে শুনেও মিথ্যে কথা বলে' তোমার সর্ব্বনাশ করলে—কেন জান? তারা ওই clerkকে দিয়েই নিজেদের Petcentage ঠিক করিয়ে নেবে বলে'!

ধী—শুনলুম, তারা তাই করেছে।

প্র—ওই যে বল্লুম—তুমি তোমার নিজের পায়েই কুড়ুল মার্‌লে। যাক্—তবু এক বৎসরের Suspend করায় Principal এর খুব দয়া বল্‌তে হ'বে!

ধী—কে তাঁর দয়া চেয়েছিল? আমি তাঁর দয়া প্রত্যাখ্যান করেছি।

প্র- অর্থাৎ?

ধী—অর্থাৎ—আমি আর পড়ছি না।

প্র—সে কি হে?

বী—তা'তে লাভ?

ধী—যে অবস্থা মানুষকে কেবল জোচ্চোর করে সে অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই পরম লাভ!

বী—Universityর শিক্ষা তোমাকে জোচ্চোর করছিল, বল্‌তে চাও?

ধী—তা' এক রকম বই কি!

বী—বাবা, নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপালে চল্‌বে কেন?

প্র—যাক্ সে কথা—তোমার বাড়িতে সবাই শুনেছেন?

ধী · আমি নিজে গিয়েই বলেছি।

প্র—তোমার বাবা কি বল্‌লেন?

ধী—বাবা বল্‌লেন—'ও রকম ছেলের স্থান এ বাড়িতে হবে না!'

বী—আর তোমার কাকা?

ধী—তিনি বলেছেন—ওকে বার করে' দেবার আগে আমাকে বাড়ি থেকে ব্‌ার করে' দিয়ো।

বী— বাস্তবিক ভাই, তাঁর শিক্ষার দোষেই আজ তোমার এই দুর্দ্দশা!

ধী—(মারিতে উদ্যত) কি, কি বল্‌লে?

প্র—(বাধা দিয়া) আরে, আরে—কর কি?

বী—আচ্ছা বাপু, সেই বছর পাঁচেক আগে বলেছিলে—মনে আছে তো—যে, চরিত্তির দিয়ে তুমি কি লাভ করলে, সে কথাটা সংসারে প্রবেশ করব্‌ার সময় বল্‌বে। সেই সময় তো ঘনিয়ে এল, আজ হিসাব দাখিল করতো।

প্র—আঃ বীরেন! আবার সেই সব কথা কেন? কোথায় ওর সঙ্গে এখন sympathise করবি না ঝগড়া লাগালি! তুই বড় ঝগ্‌ড়াটে!

ধী—আমি তোমাদের sympathy চাই না।

বী—না, না—তোমার জন্য আমাদের apathy রেখেছি, তাই নিয়ো। এখন আসল কথার উত্তর দাও।

ধী—কি লাভ করেছি, জান? তোমাদের এবং এই শিক্ষার আসল রূপ চিন্‌তে পেরেছি। উভয়ের মুখ থেকেই ভদ্রতার মুখোস্‌টা হঠাৎ খসে পড়েছে।

বী—হেঁয়ালি ছাড়, সাদা কথায় বল।

ধী—বল্‌ছি। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি বলা হয়? Perfect and harmonious development of Physical, Intellectual

and Moral powers, এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা! এ শিক্ষা Physical Culture এর কোন ধার ধারে না, Intellectual Powers কে বিপথে নিয়ে যায়, আর Moral Powers কে extinct করে' মারে। আর তোমরা? এই শিক্ষার অধীনে থেকে তোমরা কি হয়েছ জান? তোমরা যা' বল তা' কর না, যা' কর তা'র অর্থ বোঝ না, যা' ভালবাসবার তা' ঘৃণা কর, যা ঘৃণা করবার তা' ভালবাস! তোমরা বাক্যে বীর, চিন্তায় অধীর ও কর্ম্মে অক্ষম হ'য়েছ!

বী—তা' না হয় সবই হোল! কিন্তু তা'তে তোমার লাভ কি?

ধী—জ্ঞান বলই পরম বল। এই জ্ঞানের দ্বারা আমি ভবিষ্যতের জন্য অসীম বল লাভ করেছি।

বী—কিন্তু ও সব ভুয়ো কথা! আমি বল্‌ব—তোমার এই "চরিত্তির" mania দিয়ে তুমি কি লাভ করেছ?

ধী—বল—

বী—আবার মারতে এসোনা কিন্তু—এবার তোমার permission নিয়েই বল্‌ছি! তুমি তিনটি লাভ করেছ! প্রথমটি—ব্যক্তিগত, দ্বিতীয়টি—পরিবারগত, আর তৃতীয়টি—সমাজগত। ব্যক্তিগত লাভ—সারা জীবন অনুতাপ, পরিবারগত লাভ—অকারণ অশান্তি, আর সমাজগত লাভ—নিষ্ফল আক্রোশ!

ধী—হুঁ—আর তোমরা?

বী—হাঁ, হাঁ,—"চরিত্তির" না নিয়ে আমরা কি লাভ করলুম, বটে! সে তো দেখ্‌তেই আর বুঝতেই পারছ। আমরা দুজনে বি,

এ, টা পাশ তো করবই। প্রবোধের বাবার মুরুব্বির জোর আছে—একটা ভাল চাকরী ঠিক হ'য়েই আছে। আর আমার—ছোটখাট যা' হয় একটা জুটে যা'বে। কোন কালে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট হ'বেনা, বা ফ্যা ফ্যা করে বেড়াতে হ'বে না। বাড়িতে শান্তি আছে, স্ত্রীপুত্র নিয়ে আদর্শ গৃহধর্ম্ম পালন করা যাবে—এই সামান্য লাভ, কি বল হে প্রবোধ?

ধী—তা' ভাল। আমার ব্যক্তিগত এবং পারিবারগত যে লাভের কথা বল্‌লে, তার সঙ্গে তোমাদের হয়তো কোন সংস্রব নেই। কিন্তু সমাজগত লাভের জের তোমাদের উপরও যেতে পারে। আমার এবং আমার মত অনেকেরই নিষ্ফল আক্রোশ যে একদিন হঠাৎ সফল আক্রোশে পরিণত হ'তে পারে— সে কথা ভুলোনা। (প্রস্থান)

প্র—ওহে ধীরেশ, চল্লে কোথায়, শোন, শোন।

বী—যাবে আর কোথায়? Berhamporeএর দিকে যাচ্ছে বোধ হয়!

প্র—বাস্তবিক বীরেন, তুই mark করলি না, ধীরেশের exitটা ঠিক দানীবাবুর মত—excellent!

যবনিকা পতন।

একালের ছেলে

আমাদের দেশে লোকে দেহে প্রাচীন হবার আগেই মনে প্রাচীন হ'য়ে পড়ে। তখন তাদের কাছে জীবন্ত বর্ত্তমান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ একান্ত মিথ্যা--একমাত্র সত্য—মৃত অতীত! যা হ'চ্ছে ও হ'বে তার প্রতি তাদের ঘৃণা ও বিরক্তির অন্ত নেই, যা হ'য়ে গেছে তারই কাল্পনিক গৌরব নিয়ে তারা আত্মহারা। ফলে একাল ও সেকালের মধ্যে চিরন্তন দ্বন্দ ও অনৈক্য!

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

রমেশ

সুরেন

বিজয়

শম্ভু

হরিশ

নিতাই

তুলসী

রামলোচন (রমেশের পিতা)

শিবরাম (তুলসীর পিতা)

সিদ্ধেশ্বর

স্থান—কলিকাতা। কাল—বর্ত্তমান। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে এক ঘণ্টার, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে এক দিনের এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের মধ্যে পনের দিনের ব্যবধান।

একালের ছেলে

প্রথম অঙ্ক

(সময়—অপরাহ্ন। রামলোচন বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আলবোলা টানিতেছেন। রমেশের প্রবেশ।)

রমেশ—বাবা, আমাকে ডেকেছেন ?

রামলোচন—হাঁ, আর দেরী করছ কেন ? ল'ক্লাশটায় ভর্ত্তি হ'য়ে পড়না !

রমেশ—আমি তো আপনাকে বলেছি যে ল' পড়তে আমার ইচ্ছা নেই।

রাম—তোমার ইচ্ছা না থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমার ইচ্ছা আছে।

রমেশ—কিন্তু পড়তে হ'বে তো আমাকে ?

রাম—নিশ্চয়ই ! আমার ইচ্ছায় তোমাকে পড়তে হ'বে ! কথাটা বুঝ্‌তে কিছু কষ্ট হ'চ্ছে কি ?

রমেশ—(সসঙ্কোচে)—একটা কথা বল্‌ব, রাগ করবেন না ?

রাম—স্বচ্ছন্দে বল্‌তে পার। তুমি তো জান আমি তোমাকে সম্পূর্ণ Liberty of Speech দিয়েছি।

রমেশ—আপনার কথাটাই কি সব ? আমার কথা কি কিছু নয় ?

রাম—(সহাস্যে)—কে বল্‌লে নয় ? (নিজেকে দেখাইয়া) কিন্তু সে ইচ্ছা প্রয়োগের ক্ষেত্রটা ঠিক এ জায়গায় নয়। তোমার ইচ্ছাটাই যে সব, সেটা প্রমাণ হ'বে তোমার পুত্র পৌত্রাদির উপর। আচ্ছা বাপু, ল' পড়তে তোমার objectionটা কি ?

রমেশ—আজ্ঞে, ওটা বড় ছেঁড়া ব্যবসা।

রাম—এঁ্যা, কি বল্‌লে—ওকালতী ছেঁড়া ব্যবসা ? পাগল আর কি ! যদি কোন আস্ত ব্যবসা থাকে, তো সে হচ্ছে ওকালতী,—একবার চালাতে পারলে দেখবে যেখানে যা ছেঁড়া আছে, সব আস্ত নতুন হ'য়ে গেছে।

রমেশ—ওতে বড় মিথ্যা কথা বল্‌তে হয়।

রাম—তুমি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলনা ? এ বিষয়ে কোন শপথ নিয়েছ নাকি ?

রমেশ—না, শপথ টপথ নয়—তবে পারকপক্ষে বলি না।

রাম—আরে, ওতেও তো তাই। পারকপক্ষে মিথ্যা কথা ওকালতীতেও বলতে হয় না। যখন একেবারে অপারক, মিথ্যা কথা না বল্‌লে মোকদ্দমা চলে না, তখন দু'চারটে মিথ্যা কথা বলতে হয়। (রমেশের সহিত এই কথা হইতেছে এমন সময় শিবরাম বাবুর প্রবেশ। শিবরাম ঘোষ রামলোচন বাবুর চেয়ে ১২।১৩ বৎসরের বড় হইলেও রাম বাবুর সহিত বন্ধুর ন্যায়ই ব্যবহার করেন)—এই যে শিবদা'—আসুন।

শিব—বাপ বেটায় কি তর্কাতর্কি হ'চ্ছে ?

একালের ছেলে।

রাম—তর্কাতর্কি নয়, বাবাজী আমার আইন পড়তে নারাজ। তাই ওঁকে বোঝাচ্ছি যে আইন পড়াতে লাভ বই লোকসান নেই। (রমেশের প্রতি) আচ্ছা, রমেশ তুমি এখন যাও।

শিব—(প্রস্থানপর রমেশের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া, রমেশের অন্তর্দ্ধানের পর)– তোমাদের দোষেই তো ছেলেরা আজকাল এমন হচ্ছে! ছেলের আবার মতামত কি? বাপ আবার তাকে বোঝাবে কি? ঘাড় ধরে করাবে!

রাম—(সহাস্যে) দাদা, ঘাড় ধরে ছেলেকে দিয়ে মাটি কুপিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু পড়া করিয়ে নেওয়া যায় কি?

শিব—ঐ তো তোমার দোষ! কথা বললেই মস্করা কর। এখন যেমন 'নাই' দিচ্ছ তেমনি দেখবে ভবিষ্যতে তার ফল। তখন বল্‌বে—হাঁ শিবদা বলেছিল বটে!

রাম—(যথাসাধ্য গম্ভীর ভাবে) সে কি কথা শিবদা—তোমার সঙ্গে এ সব কথা নিয়ে আমি মস্করা করব? বয়স অল্প, সব সময়ে বুঝে উঠতে পারি না ছেলের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করব। আচ্ছা, তুমি তোমার ছেলের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার কর শুনি?

শিব—আমি? ছেলের সঙ্গে চলি একেবারে মিলিটারি মেজাজে। নিতান্ত দরকার না হ'লে কথা বলিনে, আর সব সময়েই সাবধানে থাকি যা'তে কোন রকমে তার মতে মত দিয়ে না ফেলি।

রাম—কেন বলতো?

শিব—আরে বাপু, আজ কালকার ছেলেকে জাননা, 'নাই' দিলেই মাথায় উঠবে!

রাম—তুমি তা' হ'লে ছেলেকে কুকুরের সামিল মনে কর নাকি ?

শিব—আঃ, তুমি বাপু বড় কথার ছল ধর। আসল কথা কি জান ? আজকাল আগেকার চেয়ে অনেক নৈতিক অবনতি ঘটেছে ছেলেরা বাবাকে আর মানতে চায় না। এ অবস্থায় যদি ছেলের মতে ভুলেও দু একবার সায় দিয়ে ফেলি, তা হ'লে কি আর রক্ষে আছে ? তার পব থেকে আমার মতকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে সে নিজের মতই চালাবে। সেই জন্যে আমার নিয়ম হচ্ছে যে, ঠিক হ'ক আর ভুল হ'ক আমার মত অনুসারে তা'কে চলতেই হ'বে !

বাম—আচ্ছা, এর জন্যে তোমাব সংসারে কোনরূপ অশান্তি হয় না ?

শিব—অশান্তি ?—কেন হ'বে ? তুমি যে রকম ভাবে চল, তা'তে তোমার সংসারেই বরং অশান্তি হ'তে পারে। এখানে তোমার এক রকম মত, তোমার ছেলের এক রকম মত, এবং হয়তো তোমার স্ত্রীর এক রকম মত। এই তিন মতে তাল ঠোকাঠুকি লেগে অশান্তি হ'তে পারে। কিন্তু আমার সংসারে ? ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, আরও অনেক লোক। কিন্তু সেখানে মত একটা - এই আমার, অশান্তি হ'বে কোত্থেকে ?

রাম—আচ্ছা তোমার ছেলের সম্বন্ধ আসছে না ? তার বিয়ে দেবে তো এইবার ?

শিব—হাঁ, হাঁ, ঠিক হ'য়েছে ! ওই ব্যাপার থেকেই তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমার সংসার চালাবার ধরণটা। আমার স্ত্রী কাল

রাত্রে অনেক ভণিতা করে' বললেন যে, তুলসীর কোন বন্ধুর এক বোন আছে,- খুব সুন্দরী। আর এ দিকে বেশ কাজেরও আছে। তুলসী তাকে দেখেছে—ওর খুব পছন্দ। মেয়ের বাপ নেই যদিও, কিন্তু মেয়ের মায়ের হাতে পয়সা আছে—হাজার তিনেক দেবে—

রাম—বাঃ বাঃ,—এ তো বেশ সম্বন্ধ—লাগিয়ে দাও, লাগিয়ে দাও, শুভস্য শীঘ্রং!

শিব—ওই তো তোমাদের দোষ! অর্দ্ধেক শুনেই লাফিয়ে উঠলে, কথাটা আগে শেষ করতে দাও। তোমাদের কাছে এ সম্বন্ধ বেশ হতে পারে, কিন্তু আমি এতে অমত করেছি- কেন জান? এ সম্বন্ধ ছেলে নিজে এনেছিল বলে! আমি রইলুম পড়ে—আর অভাগীর বেটা আগে থেকে মেয়ে দেখে এল—পছন্দ হ'ল! আমি যেন পাড়ার রেমো, শ্যেমো, যদু—খুড়ো—আগে থাকতে সব ঠিক করে' আমাকে বলে ধর্ম্ম রক্ষা করেছেন। আমি একেবারে উড়িয়ে দিয়েছি—বলে দিয়েছি "ওখানে হ'বে না - ও সম্বন্ধ আমি জানি, ওখানে বিশেষ বাধা আছে।"

রাম—সম্বন্ধ কোত্থেকেএসেছিল—এদের বাড়ি কোথায়?

শিব - কে জানে ঝামাপুকুরে কোথায় বাড়ি—মেয়ের বাপের নাম ৺কালী চরণ বসু না কি। তারপর বুঝলে না আসল কথা—ওর মধ্যে 'লভ' আছে। আর 'লভ'-করা মেয়ে—বাবা তার বোঝা বইবে কে? তবে বাবাজীর আমার 'লভ টভ' সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি; মাস খানেকের মধ্যেই একটী ভাল মেয়ে দেখে বাবাজীর বিবাহ-ক্রিয়া শেষ করে ফেলব।

রাম—দেখ বিয়েটা ত তুমি করচ না, তোমার ছেলেই করবে। অতএব তার পছন্দমত দিলেই ভাল হ'ত নাকি ?

(উত্তেজিত ভাবে সিদ্ধেশ্বর বাবুর প্রবেশ)

উভয়ে—(সমস্বরে) আসুন, আসুন, সিদ্ধেশ্বর বাবু আসুন।

রাম—ওকি, আপনি এত হাঁপাচ্ছেন কেন, ছুটে এলেন নাকি ?

শিব - আপনাকে কি ষাঁড়ে টাড়ে তাড়া করেছিল নাকি ?

সিদ্ধেশ্বর—না, তার চেয়ে কিছু বেশী ভয়ানক। দাঁড়াও, বলছি !

শিব—তবু ভাল—কারুর সঙ্গে ঝগড়া বাধালেন বুঝি ?

সিদ্ধেশ্বর—না, দিন দিন হচ্ছে কি ? আর কিছু দিন পরে যে আমাদের কি অবস্থা হবে কল্পনাও করতে পারিনা !

শিব—আহা গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে আসল কথাটাই বলুন না।

সিদ্ধেশ্বর—সেই কথা বলব বলেই ত এসেছি। তোমরা সবাই পরামর্শ দাও—কি করা যায় ? এ অবনতির গতি রোধ করতে না পারলে দেশ যে একেবারে জাহান্নমে যাবে !

রাম—(গম্ভীর ভাবে) নিশ্চয়ই।

সিদ্ধেশ্বর—জাননা পাড়ায় কি ব্যপার ঘটেছে ?

শিব—আপনি না বললে আর জানব কি করে ?

সিদ্ধেশ্বর—কি আশ্চর্য্য—নিজেদের বাড়ির পাশের খবরটা রাখ না ? তবে শোন বলি—রাবণেশ্বরের ছেলে হরিহর কি ভয়ানক কাণ্ডটা করেছে জাননা ? (রাম বাবু শিরশ্চালন করিয়া জানাইলেন যে তিনি জানেন না।)

একালের ছেলে।

শিব—হরিহর কি করলে তা আমরা কি করে জানব!

সিদ্ধেশ্বর—আরে সে যে বাপকে ফাঁকি দিয়ে বড় মানুষের ঘরে বিয়ে করে ঘরজামাই হয়ে গেল!

রাম—(গম্ভীরভাবে) বাস্তবিক, এত ভয়ানক কথা!

সিদ্ধেশ্বর—দেখ, প্রথমত বাপের মত গুরুজনের কথা ঠেল্‌লে—তার ওপর নিজেদের কুল ভেঙ্গে নীচু ঘরে বিয়ে করলে অর্থাৎ কিনা সমাজকে ঠেল্‌লে! এই শুনে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিছলাম। তাকে দু এক কথা বোঝাতে না বোঝাতেই সে আমাকে কি বল্‌লে জান? "আমার যা ইচ্ছা আমি করেছি, আপনাকে কৈফিয়ত দিতে রাজী নই।" ভাব একবার—যাকে হতে দেখলুম তার মুখে এই কথা।

শিব—দেখুন এ তা বলে আপনার একটু বাড়াবাড়ি। যে নিজের বাপকে মানলে না, সে আপনাকে মানবে কেন? আর সে বিয়েতে তার যে বিশেষ দোষ আছে তা মনে হয় না। ওখানে যে হরিহর বিয়ে করলে, এখন আর ওর ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে হবে না। এক রকম সুবিধা যখন আসছিল তখন oppose করা ওর বাপেরই উচিত হয় নি!

সিদ্ধেশ্বর—কি বলছে শিব! এ আমার বাড়াবাড়ি-সে ছোক্‌রার নয়? দেশের কত অধঃপতন হয়েচে তা বুঝ্‌ছনা!

রাম—নিশ্চয়ই—আপনার কথা শুনে বুঝছি দেশের যথেষ্ট অধঃপতন ঘটেছে। যাক্‌—এবিষয় আপনি শিববাবুর সঙ্গে ততক্ষণ আলোচনা করুন—আমি চায়ের চেষ্টাটা দেখি। শিবদা, অবহেলা

করবেন না, একটু মনোযোগ সহকারে সিদ্ধেশ্বর বাবুর অভিযোগটা শুনুন।

(রামবাবুর হাসি মুখে প্রস্থান, শিববাবু তাঁহার দিকে বাগত দৃষ্টিতে চাহিলেন—সিদ্ধেশ্বর বাবু গালে হাত দিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন)।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

(স্থান—হোষ্টেল। কাল—সন্ধ্যা। রমেশ ও অন্যান্য পাঁচ ছয়টি ছেলে উপবিষ্ট। মজলিস্ বেশ সবগরম।)

সুরেন—বাস্তবিক বিজয়, তোর গান অনেক দিন শুনিনি একটা গান গা'না।

বিজয়—গাইব? আচ্ছা—একটা নূতন গান তোদের শুনিয়ে দি।

সু—সব চুপ। এই শম্ভু, চুপ করনা, বিজয় গাইছে।

বিজয়—(মিনিট দুই সুর ভাঁজিয়া)—"একটা এঁড়ে গরু দুধ দেয় দশ সের—এক-টানে। একটা এঁড়ে গরু—"

শম্ভু—এমন এঁড়ে গাই—পাওয়া যায় বল্ ভাই, কোন্ খানে—এমন এঁড়ে গাই।

সকলে—(সুরেন ভিন্ন)—বাহবা শম্ভু, বাহবা।

বিজয়—(ইসারা করিয়া) দেখ্‌ছিস্, সুরেন গানটা শুনে একেবারে তন্ময় হ'য়ে গেছে।

সুরেন—না—তোর তো এই দোষ—সব সময়েই ছ্যাবলামি! এমন বৈশাখমাসের সন্ধ্যা, ঝির্ ঝির্ ক'রে হাওয়া দিচ্ছে—চাঁদ উঠি, উঠি করছে—

বিজয়—(বাধা দিয়া) আহা, সে যদি গো শুধু আসিত, আহা সে যদি গো শুধু আসিত!

(সুরেন নীরবে উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিল)

হরিশ—আঃ বিজয়! কেন তুই সুরেনের মন খারাপ করে দিস? একেই তো ওর—

সুরেন—তোমরা কি আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বল?

সকলে—আরে, কি আশ্চর্য্য। অত চট কেন? বস বস!

(তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইল)

বিজয়—কিহে রমেশ—আজ তুমি এত গম্ভীর যে? কথাবার্ত্তা কইছ না! ব্যাপারটা কি?

রমেশ—দূর ঘোড়ার ডিম—ভাল লাগে না! বাবাকে এত করে বললুম ল' পড়ব না, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনলেন না। কালই ল' ক্লাশে ভর্ত্তি হ'তে হ'বে।

বিজয়—বাস্তবিক এ এক অত্যাচার! "Prevention of cruelty towards animals Actটী" আজকালকার guardian দের উপর প্রয়োগ করা উচিত।

নিতাই—Guardianদের অত্যাচার তার চেয়ে কিছু বেশী। শরীরের উপর অত্যাচার তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু দিনের পর দিন মনের উপর অত্যাচার। এ একেবারে অসহ্য!

রমেশ—না, না,এ তোমার extremesএ যাচ্ছ! এই যে আমার বাবা, জোর করে আমাকে ল' ক্লাশে ভর্ত্তি করেছেন বটে, কিন্তু সে জোর কি রকম জান? এই যা'কে বলে mild insistence—বাবা

একালের ছেলে।

আমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহাব করেন, শুনবে? ছেলেদের নস্যি নেওয়া, সিগারেট খাওয়া– এ সব তিনি পছন্দ করেন না। আমি তাঁকে লুকিয়েই নস্যি নিতুম। একদিন ভুলে নস্যির শিশিটা পড়বার টেবিলে ফেলে গেছি। বাবা ঘরে এসে সেটা দেখে সরিয়ে রেখেছেন। সন্ধ্যার পর ফিরে যখন দেখলুম যে শিশিটা নেই, তখনই বুঝলুম ব্যাপার সঙ্গীন। তার পর দিন সকালে উঠেই শুনি বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন। বুক ধুক ধুক করতে করতে, সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম, দেখি একটি খুব ভাল মোষের শিংয়ের কৌটায় নস্যি ভরে আমায় দিতে এলেন। আমি বললুম এ কেন? তিনি বল্লেন আমাব ছেলে হ'য়ে ওরকম একটা কদর্য্য শিশিতে নস্যি নাও, লোকে কি বল্‌বে আজ থেকে এই কৌটাটা ব্যবহার কর। লজ্জায় ঘেব্‌ড়ে গিয়ে বলে ফেল্‌লুম -- আজ থেকে নস্যি নেওয়া ছেড়ে দেব। আমায় ক্ষমা করুন!

হরিশ-- তবে যে তুই এখনি বিজয়ের কাছ থেকে নস্যি নিলি?

রমেশ— নিজেব পয়সায় নেওয়া ছেড়ে দিয়েছি। পরের কাছ থেকে মাঝে মাঝে দু এক টিপ্ নিই।

বিজয়—তুই যেমন বোকা! আমি হ'লে তো কৌটাটা নিয়ে ট্যাঁক্‌সই করতুম। অমন appreciative guardian কি সহজে মেলে?

সুরেন—আমার বাবা একদম strict Puritan, কিন্তু নিজের বেলা ছাড়া। নিজে এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও থিয়েটার দেখেন। কিন্তু,আমাদের উপর কড়া হুকুম "থিয়েটারে যেয়োনা"—সেদিন একটু গুণগুণ করে কখন গান গেয়েছি, শুনতে পেয়েছেন। মাকে

বলেছেন "তোমার ছেলেকে বোলো যে এটা গেরস্থর বাড়ী, থিয়েটার নয়। যা' তা' গান যখন তখন গাওয়া এখানে চলবে না।"

নিতাই—বাস্তবিক! এইটাই সব চেয়ে obnoxiousযা' বলেন তা যদি নিজেরা করেন, তা হলে বিশেষ কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু "আপনি করলে লীলেখেলা, পাপ লিখলে পরের বেলা" এ সহ্য হয় না। বাবা আমার ভাল মানুষ, কিছুতেই বড় একটা কথা কন না। কিন্তু কপাল-গুণে যে জ্যাঠামশাই জুটেছেন, তিনি একাই একশ'। একদিন শুনি বাইরে খুব মজলিস বসেছে, আর জ্যাঠামশাই খুব লেকচার দিচ্ছেন। সে লেকচারের মোদ্দা কথাটা এই যে, একাল সেকালের চেয়ে খুব খারাপ। এখনকার ছেলেরা বেশী মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর, চরিত্রহীন। তার নানা রকম কল্পিত উদাহরণও চলল। ওমা—তার তিন দিন পরে আমাকে ডেকে বললেন "তোকে একটা মকদ্দমায় সাক্ষী দিতে হবে।" আমি সে ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানি না তার সাক্ষী দিব কিরে বাবা? সে কথা বলাতে বল্‌লেন, "আরে বাপু দুটো কথামাত্র মুখস্থ করে যাবি আর ঝেড়ে দিয়ে চলে আসবি! বন্ধু আমার বড় বিপদে পড়েছে। এর কাছ থেকে আমি অনেক উপকার পেয়েছি এবং ভবিষ্যতেও পাবার আশা রাখি, অতএব তোকে এই সাক্ষী দিতেই হবে!" আব্দার দেখেছ একবার। আমি সাফ বলে দিলুম মিথ্যা-কথা বলা আমার দ্বারা হবে না। এই কথা শুনে তাঁর কী রাগ আমাকে শুধু মারতে বাকী রাখলেন! আর পাড়ার লোককে

বলে বেড়ালেন "আজকালকার ছেলে গুরুজনদের সামান্য একটা কথাও রাখে না।"

হরিশ—বাস্তবিক 'আজকালকার ছেলে' যেন একটা গালাগাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সত্যি ভেবে দেখতে গেলে আমরা খারাপ, কি ওরা খারাপ, সেটা বোঝা শক্ত।

বিজয়—হাঁ ভাল কথা—হরিশ! তুলসীর কাছ থেকে কোন খবর পেয়েছিস? ব্যাপারটা কতদূর এগোল!

রমেশ—ও তোর বোনের সঙ্গে তুলসীর বিয়ের কথা হ'য়েছে বুঝি!সে গুড়ে বালি!

হরিশ—কি রকম?

রমেশ—আজ যখন বেরিয়ে আসি তখন তুলসীর বাবা আমাদের বৈঠকখানায় বাবার সঙ্গে কথা কইছিলেন। তুলসীর নাম হওয়াতে আমি আড়ি পেতে সব শুন্‌তে চেষ্টা করলাম। যতটুকু শুন্‌তে পেলাম তাতে বোঝা গেল যে তুলসীর কোন বন্ধুর বোনকে তুলসী বিয়ে করতে চায়, কিন্তু উনি তাতে নারাজ।

(তুলসীর প্রবেশ)

হরিশ—কিরে তুলসী খবর কি!

রমেশ—আর খবর! ওর ফ্যাকাশে শুকনো মুখ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে খবর কি?

তুলসী—(করুণ স্বরে) বাবা অমত করেছেন!

হরিশ—তাঁর অমতের কারণ কি?

তুলসী—তাঁর মত নেই বলেই অমত। এর বেশী কথা তিনি আমাদের কখনও বলেন নি।

হরিশ—তা হলে উপায়?

তুলসী—উপায়?—নিরুপায়।

বিজয়—কিরে হরিশ! এই তুলসী, তোরা যে একেবারে ভেব্ড়ে গেলি?

হরিশ—ভেব্ড়ে না গিয়ে করি কি? আমার বোনকে ও দেখেছে—আমার বোন ওকে দেখেছে। মাও ওকে দেখেছেন, ওঁদের সঙ্গে কথা এক রকম ঠিক্ঠাক্, ব্যাপারটা যখন এতদূর এগিয়েছে, তখন—

বিজয়—তখন আর একটু এগিয়ে নিয়ে গেলেই ছাঁদ্না-তলা পর্য্যন্ত পৌছুতে পারে।

হরিশ—না, না, ঠাট্টা নয়। দেখলে তুলসী, তখনই আমি বলেছিলাম যে, বুঝে সুঝে দেখা-শোনা কর, মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও। তুমি আমাকে assurance দিলে যে, তোমার বাবার মত এক কথায় আদায় করে' দেবে।

তুলসী—বাস্তবিক আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, বাবার এতে অমত হ'বে। বাবা আমার টাকা ভালবাসেন। অমন সুন্দরী মেয়ের উপর তোমরা যখন টাকা দেবে, তখন তা'তেও তিনি অমত করবেন—এ আমার মনে হয়নি।

সুরেন—দাদা—Things are not what they seem.

বিজয়—হাঁরে রমেশ, তুই তো সব শুনেছিস্। অমতের কারণটা কি, তুলসীর বাবা তোর বাপকে কিছু বলেছেন?

তুলসী—তোর বাবাকে এই কথা বলেছেন বুঝি ?

রমেশ—হাঁ, এই ঘণ্টা খানেক আগে! আমি তো সব পরিষ্কার শুন্‌তে পাই নি। তবে কাণে গেল যেন—আগে থেকে ওঁকে না বলে কয়ে নিজে সব ঠিক করেছে বলে উনি চটে গেছেন। তবে শেষকালে বল্‌লেন—এ কথাটা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি—"আমি বাবাজীর আমার 'লভ' 'টভ' সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। মাস খানেকের মধ্যেই একটা সম্বন্ধ নিজে দেখে বাবাজীর বিবাহ ক্রিয়া শেষ করব।

তুলসী—(রাগতভাবে) হাঁ—বাবাজী তো বিয়ে করলে যেখানে সেখানে! বাবাজীকে ঘাস জল দেওয়া গরু পেয়েছেন কি না!"

হরিশ—আরে যা, যা! তুই ষাঁড়েরও বেহদ্দ। ষাঁড়কে যেখানে সেখানে নিয়ে যেতে গেলে সে শুধু একবার শিংও নাড়ে—তোর সে মুরদ্‌ও নেই!

বিজয়—ওর শিং থাক্‌লে তো নাড়বে। এখন ঝগড়া রাখ্‌। একটা মতলব বার কর। তুলসীর বিয়ে ওখানেই দিতে হ'বে।

হরিশ ও তুলসী—(সমস্বরে) সে কি করে হয় ?

বিজয়—আরে সেই মতলবই তো বার করতে বলছি। Twentieth Centuryতে একজন বুড়ো অকারণ ঘাড় নেড়ে দেবে, আর দশ বিশটা আজকালকার ছেলে সেই ঘাড় নাড়ার ভয়ে পিছিয়ে যাবে? This is a downright insult to our age!

তুলসী—কি মতলব করবে ?

বিজয়—ব্যস্ত হয়োনা দাদা, ব্যস্ত হ'য়োনা। মগজের গোড়ায়

বুদ্ধির ধোঁয়া বেশ করে লাগালে তবে না মতলব বার হয়। দাঁড়াও, একটিপ্ নস্যি নিই! (নস্য গ্রহণান্তর) আচ্ছা, তুই হরিশের বাবার নাম, বাড়ির ঠিকানা, সব বলেছিস্?

তুলসী-হাঁ—

বিজয়—আগে থেকে নাম ঠিকানা সব বলতে আছে? তুই একেবারে raw! যাক্, কি বলেছিস তুই ঠিক করে বল্‌বি-- একটু এদিক ওদিক করবি না, এর ওপরই সব নির্ভর করছে।

তুলসী—আমি বলেছিলুম পাত্রীর বাপের নাম কালীচরণ বসু, বাড়ী ঝামাপুকুর।

বিজয়—(চোখ বুজিয়া স্বগত) কালীচরণ বসু, কালীচরণ বসু, —ঝামাপুকুর, ঝামাপুকুর।

হরিশ—বিজয়! তোর সব তাতেই ইয়ারকি।

বিজয়—চুপ চুপ—হাঁরে হরিশ, এই কলকাতায় তোর মামার বাড়ি আছে না? সেখান থেকে বিয়ে হতে পারে না?

হরিশ—কেন হবেনা? বর যদি সে পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে, তো নিশ্চয়ই হ'বে।

বিজয়—তবে আর কি? Eureka! Eureka! হরিশ শোন্, আজই তোর বোনকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দে। কালই, আমি তুলসীর বাপের কাছে যাব ঘটক সেজে।

তুলসী—কিন্তু আমি যে হরিশের বাপের নাম বলে ফেলেছি।

বিজয়—রাই ধৈর্য্য, রাই ধৈর্য্য—শেষ পর্য্যন্ত শোন। আমি ওই নামটার আর একটা synonym দিতে চাই। আছে, কালী

চরণ, আমি কর্ত্তে চাই তারাপদ। হরিশ, বাবা Morality ফলিয়ো না! একটু ভেবে চিন্তে দেখ এতে সাপও মরবে অথচ লাঠিও ভাঙ্গবে না—কোন মারাত্মক দোষ নেই। আর যদি কোন দোষ হবে মনে কর তা'হলে সম্প্রদানের সময়ে খুব জোরে "কালী চরণ বসুস্য কন্যা" বলে দোষটা শুধ্‌রে নিয়ো।

হরিশ—এ planটা নিতান্ত মন্দ নয় "চুরী বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা"।

বিজয়—সে ভার সম্পূর্ণ আমার। এখন তোর মামারা objection না করলেই হয়।

হরিশ—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। সে ভার আমি নিলুম। মামারা আমার রসজ্ঞ লোক।

বিজয়—তাহলে তোর বোনের সঙ্গে তুলসীর বিয়ে আমি লাগাবই লাগাব।

তুলসী—কিন্তু আমার ভাই, ভয় ভয় করছে।

বিজয়—Coward! মনে থাকে যেন None but the brave deserve the fair.

তুলসী—আচ্ছা বিজয় তুই লাগা—রাজী আছি।

সকলে (সমস্বরে) Three cheers for the would-be pair, three cheers for Bejoy.

বিজয়—শোন আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে। মন্ত্রগুপ্তি চাই—নইলে কার্য্য সিদ্ধি হ'বে না। আমাদের আজকের এই মতলব যেন আর কারও কাণে না উঠে। মনে থাকে যেন এটা

হচ্ছে—A tug of war between the old generation and the new. এর হারজিতের উপর আমাদের Prestige সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে।

সকলে (সমস্বরে Amen ! Amen !

পটক্ষেপণ

তৃতীয় অঙ্ক

(কাল সন্ধ্যা—শিবরাম বাবুর বৈঠকখানা। শিববাবু ও বিজয় আসীন)

বিজয়—মেয়ে কি রকম দেখ্‌লেন ?

শিব—চমৎকার মেয়ে—বৌ করবার মত মেয়ে বটে ! তবে কি জান—

বিজয়—দক্ষিণাটা কিছু কম মনে হচ্ছে ?

শিব—হাঁ, মোটে দুহাজার টাকা ! এই দু'চার দিন আগে বাবাজীর একটি সম্বন্ধ এসেছিল, খুব সুন্দরী মেয়ে—তিন হাজার টাকা দিতে চায় !

বিজয়—তবে সেখানে হ'লনা যে ?

শিব—এঁ্যা—সেখানে ?—সেখানে আমার মত হ'ল না।

বিজয়—আপনার মত হ'ল না কেন, তাইতো জিজ্ঞাসা করছি।

শিব—না, আমার যে বিশেষ অমত ছিল তা'নয়,—সেখানে—আমার ছেলেরই মত হ'ল না। মেয়েটি কিছু লেখাপড়া জানে না। আজকালকার ছেলে—বুঝ্‌লে না, একটু শিক্ষিতা মেয়ে চায়।

বিজয়—কিন্তু এ মেয়েটি বিশেষ শিক্ষিতা।

শিব—(রাগিয়া উঠিয়া) আরে শিক্ষা নিয়ে কি ধুয়ে খাব ?

বিশেষ শিক্ষিতা হ'য়ে তিনি আমার কি করবেন? চাকরী করে' আমাকে টাকা রোজ্‌গার করে এনে দেবেন কি?

বিজয়—না, আপনিই বল্লেন কিনা যে শিক্ষিতা মেয়ে চাই!

শিব—আরে আমি কি আর সাধে বলি? অভাগীর বেটা আমাকে যে ঘাড় ধ'রে বলায়! আজকালকার বাপ হওয়া কি ঝক্‌মারি!

বিজয়—আজ্ঞে, সে যা' বলেছেন! এই ঘট্‌কালি করতে গিয়ে আপনাদের আশীর্ব্বাদে ঘুরতে তো কিছু কম হয় না। কিন্তু যেখানেই যাই, ওই এক কথা—বাপ ছেলের ভয়ে জুজু হ'য়ে আছে!

শিব—আমাকে তা' বলে তেমন ভ্যাদা বাপ পাওনি। জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার—আমার ভয়েই বরং ছেলে আমার সন্ত্রস্ত। তবে কি জান? উপযুক্ত ছেলে, মাঝে মাঝে তা'কে একটু খুসী করা উচিত। ঐ যে চাণক্য বলেছেন না?

বিজয়—হাঁ, হাঁ,—"স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদাপি"

শিব—(সহাস্যে) না, না,—ও ঠিক হ'ল না! তুমি ঘটক্ ঠাকুর কিনা, রাত দিনই "স্ত্রী রত্নং" এর কথা মনে পড়ে। দাঁড়াও দাঁড়াও সেই শ্লোকটা বলছি—

বিজয়—মনে পড়েছে, মনে পড়েছে—"প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।"

শিব—ঠিক্, ঠিক্—যাক্, এখন আসল কথা হোক্। টাকাটা আর কিছু বাড়াতে পার না?

বিজয়—দেখুন এ সম্বন্ধটায় আর কিছু বাড়ান শক্ত। তার কারণ

কি জানেন ? এই মেয়েটির আর একটি সম্বন্ধ এসেছে—এম-এ, বি-এল, ছেলে, কলিকাতায় বাড়ি ঘর সব আছে— সে দেড় হাজার টাকায় করতে রাজী। আমার সঙ্গে মেয়ের মামাদের অনেক দিনের জানাশোনা, আমি তা'দের বুঝিয়েছি যে আপনার মত সজ্জন বিরল, এখানে মেয়ে পড়লে তার বিশেষ আদর যত্ন হ'বে। সেই জন্যে তারা দু হাজারেও এখানে দিতে রাজী। তবে আপনার যদি তা'তে না পোষায় তো আপনি ছেলে ছাড়বেন কেন ? আপনার তো ছেলে—তাড়াতাড়ি কি ? আপনি দুদিন সবুর করুন, আমি চার পাঁচ হাজারের সম্বন্ধ এনে দেব। তবে মেয়ে একটু বেশী কাল হবে।

শিব—না, না, আমি কাল মেয়ে আনব না। ঐ আমার একটি ছেলে—বৌ ভাল করতে হবে। আর বেশী দেরী করলেও চলবে না—কাজটা আমি একটু তাড়াতাড়ি সারতে চাই।

বিজয়—কেন বলুন দেখি ?

শিব—এই "শুভস্য শীঘ্রং"—বুঝ্‌লে না ?

বিজয়—আপনার ছেলেকেও একবার মেয়েটি দেখাবেন কি ?

শিব—কেন, কি জন্যে ? তার মতে তো আমার মত নয়, আমার মতেই তার মত।

বিজয়—আপনার মত তো হয়েই গেছে সে মত তো আর বদলাবে না। এর উপর তাকে একবার দেখিয়ে দিতেন—সে দেখাটা ফাউয়ের সামিল আর কি ?

শিব—না, না ওসব ফ্যাকড়া আর তুলো না। দেখ, তবে

তোমাকে সত্যি কথাটা বলি। তুমি ছেলেমানুষ হলে কি হয়, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে তুমি খুব বুঝ্‌দার লোক। কিছুদিন আগে বাবাজীর যে সম্বন্ধটি এসেছিল, সেটি 'লভে'র সম্বন্ধ।

বিজয়—'লভে'র সম্বন্ধ কি রকম?

শিব—বুঝলে না? এঃ, তুমি নিতান্ত অর্ব্বাচীন দেখছি! বাবাজী আমার আগে থেকে 'লভে' পড়ে নিজেই সে সম্বন্ধটি এনেছিলেন। আমি তাতে অমত করি। তাই তাড়াতাড়ি আর একটি সেয়ানা মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে বাবাজীর আমার 'লভ' 'টভ' সব ঠাণ্ডা করে দিতে চাই। এখন কোন মেয়ে দেখালে বাবাজীর কি আর পছন্দ হবে? এখন আগে বিয়ে, তারপর 'লভ', তারপর পছন্দ, বুঝলে না? হাঃ হাঃ।

বিজয়—না মশাই আপনি আমায় একটু ভয় পাইয়ে দিলেন।

শিব—কেন বল দেখি?

বিজয়—আপনাকে আগেই তো বলেছি যে, মেয়ের মামাদের সঙ্গে আমার অনেক দিনের জানাশোনা। আমার বিশেষ অনুরোধেই তারা এখানে মেয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু যে রকম শুনলুম—আজকালকার ছেলে—কি জানি, শেষে যদি কেলেঙ্কারি!

শিব—আরে ক্ষেপেছ ঘটক ঠাকুর, এই শিবরাম ঘোষ বেঁচে থাকতে তুলসীর ঘাড়ে দুটো মাথা হবে স্ত্রীকে অযত্ন করতে?

বিজয়—মাফ্‌ করবেন—কিছু যদি মনে না করেন, এই আপনি তো আর চিরকাল বাঁচবেন না!

শিব—তা বাঁচবার দরকারও হবে না। আজকালকার ছেলের

একালের ছেলে।

'লভ,' ও একটা বাতিক, ভালুকের জ্বর আর কি! এই হল এই ছাড়ল। বিয়ের সাতদিন পরেই দেখিয়ে দেব যে, এই নতুন বৌমার টানে ছেলে আমার কি রকম কাতর!

বিজয়—দেখুন, এক আপনি যদি কথা দেন যে, আপনার বৌমার কোন রকম অযত্ন হ'বে না, তা হলেই আমি সাহস করতে পারি! না হলে—

শিব—এই আমি তোমাকে গুরুর দিব্যি করে বলছি যে তাঁর কোন রকম অযত্ন এখানে হবে না, হ'বে না, হ'বে না! দেখ, মেয়েটি বড় লক্ষণাপন্ন! তিনি হবেন আমার ঘরের লক্ষ্মী, তাঁর অযত্ন হবে?

বিজয়—তা হলে আমি কথা পাকাপাকি করতে পারি?

শিব—নিশ্চয়, নিশ্চয়। তবে যত শীঘ্র কাজ মিটে যায় তার চেষ্টা কোরো।

বিজয়—হাঁ তা আমি করব! তবে আপনি ও বিষয় মনে রাখবেন, মেয়েটির যাতে—

শিব—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

বিজয়—আচ্ছা, তা হলে আমি এখন আসি! (কিঞ্চিৎ গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া) কাজটা মিটে গেলে কিন্তু আমার বিষয়টা—

শিব—(সহাস্যে) সে কথা আমাকে আর বল্‌তে হ'বে না।

পটক্ষেপণ

চতুর্থ অঙ্ক

(কাল—রাত্রি। সুসজ্জিত বৈঠকখানা—বরবেশী তুলসী মধ্যস্থলে ও তাহাকে ঘেরিয়া তাহার বন্ধুগণ উপবিষ্ট। লোকজন যাওয়া আসা করিতেছে, সকলের মুখেই ব্যস্ততার চিহ্ন। মাঝে মাঝে দু একটি বালকবালিকার মুখ বরকে দেখিবার জন্য উঁকি দিতেছে। পান, তামাক, সিগারেট, সরবৎ, অজস্র বিতরিত হইতেছে।)

সুরেন—তুলসী কি রকম Royal Styleএ বসে আছে দেখছিস ?

রমেশ—কেন থাকবে না? বাঙ্গালীর ছেলে তো একদিনের জন্যই রাজা !

শম্ভু—তা' যা' বলেছিস্। এই এক রাত্তিরের জন্যই বাঙ্গালীর ছেলে হচ্ছেন রাজা, আর মেয়ে হ'চ্ছেন রাণী। তা'র পরদিন থেকে একজন হ'ন কেরানী, আর একজন হ'ন ঘুঁটেকুড়ুনী দাসী।

সুরেন—এই শুনিছিস্,—হরিহর বিয়ে করে' ঘর জামাই হ'য়ে গেছে ? রাম, রাম ; হরিহর শেষে এই কাণ্ডটা করলে।

রমেশ—সে কি খারাপ কাজটা করেছে ? সে ভদ্রলোকের টাকা ছিল—কিন্তু ব্যবহার করবার লোক ছিল না, হরিহর সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করবার ভার নিয়েছে বইতো নয়।

(বিজয়ের প্রবেশ)

শম্ভু—ওরে বিজয়—বি—

রমেশ—উহুঁ হুঁ—ঘটক ঠাকুর, বলি ও ঘটক ঠাকুর, খবর কি?

বিজয়—আপনি একবার এদিকে আসবেন?

রমেশ—কি খবর?

বিজয়—(চাপাগলায়) এই—তোর বাবাকে একবার ডেকে দে। বিশেষ দরকার।

সুরেন—ঘটক ঠাকুর, আমাদের হাতে আর একটি ভাল ছেলে আছে, তার জন্যে এই রকম আর একটি সম্বন্ধ দেখে শুনে দাও না।

বিজয়—ব্যস্ত হ'বেন না আপনারা, তাঁর ফুল ফুট্‌লেই হ'বে।

(রমেশের সহিত রামলোচন বাবুর প্রবেশ। রমেশের বন্ধুগণের সহিত যোগদান ও রামবাবুকে লইয়া বিজয়ের একান্তে গমন)

শম্ভু—কিরে, ঘটকঠাকুর তোর বাবার সঙ্গে আবার কি পরামর্শ করছে? তোরও আবার লাগল নাকি?

রমেশ—বিশ্বাস নেই, হ'তেও পারে।

সুরেন—বাস্তবিক, আজকাল কেরাণীগিরি ছেড়ে ঘট্‌কালি করতে পারলে লাভ আছে। টাকা তো লাভ হয়ই, উপরন্তু অনেক কিছু দ্রষ্টব্য জিনিষও দেখতে পাওয়া যায়।

রমেশ—কিন্তু মাঝে মাঝে পিঠে লাঠি পড়বার সম্ভাবনাটাও থাকে।

সুরেন—পেটে খেলে পিঠে সয়।

(বিজয় ও রামবাবু সম্মুখে আসিয়া)

বিজয়—আচ্ছা, সম্প্রদানের সময় তো নিকট হ'য়ে এল। আমি তাহলে এখন আসি। আপনার উপরই সব ভার রইল।

রাম—এর মধ্যেই যাবেন ! দাঁড়ান না।

(শিববাবুর প্রবেশ)

শিব—কিহে রাম, ঘটকঠাকুরের সঙ্গে এক কোণে কি পরামর্শ হচ্ছে ?

রাম—(অপ্রতিভ ভাবে) এই—রমেশেরও একটা এই রকম সম্বন্ধ ঘটকঠাকুরকে দেখে দিতে বলছি। তুমি তা' বলে খুব জিতে গেলে কিন্তু !

শিব—না, জিতিনি বিশেষ, তবে হারিনি বটে ; কি বল ঘটক-ঠাকুর ?

বিজয়—হাঁ, তা' নিশ্চয়ই। আচ্ছা তা হ'লে আসি এখন রামবাবু ? দয়া রাখবেন কিন্তু আমার উপর।

(প্রস্থান)

শিব—ছেলেটি বড় সজ্জন। অল্প বয়স হ'লে কি হয়, বিশেষ বুদ্ধিমান। একালে এই সব ভাল হয়েছে। এই রকম সদ্বংশের ছেলে ঘট্‌কালি করছে, কোন গোলমাল হয় না ! এই বিয়ে, এক কথায় হয়ে গেল। আর আমাদের সময় যত ব্যাটা ঘটক ছিল মিথ্যাবাদী জোচ্চোর। লাখ কথা খরচ না করলে বিয়ে হ'তনা।

রাম—তবু ভাল, তুমি এ কালের কিছু ভাল দেখ্‌তে পেয়েছ !

একালের ছেলে।

শিব—সে কি কথা? যেটা ভাল, সেটা ভাল বলব না। আমি তেমন মাথা-মোটা লোক নই।

(একজন কন্যাকর্ত্তার প্রবেশ)

কন্যাকর্ত্তা—(শিববাবুর নিকটে আসিয়া)—একবার অনুমতি দিন—সময় হ'ল—বর তা'হলে গা তুলুন।

শিব ও রাম—(সমস্বরে) নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে কি কথা!

কন্যাকর্ত্তা—(বরকে তুলিয়া লইয়া বরযাত্রিগণের প্রতি) আপনারাও উঠুন, ঠাঁই হ'য়েছে, খাবার তৈরী!

একজন বরযাত্র—এঃ—ঠিক এক সময়ে? মাটি করলে! স্ত্রী-আচারটা দেখতে দিলে না যে হে! বরযাত্র আসাটাই বৃথা হ'ল। (বরকে লইয়া কন্যাকর্ত্তারপ্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে শিববাবু ও রামবাবু ভিন্ন আর সকলেরও প্রস্থান)

শিব—দেখ্‌লে একবার—শুন্‌লে কাণ দিয়ে ওই ছোক্‌রার কথা? উনি স্ত্রী-আচার দেখবার জন্যই যেন বরযাত্র এসেছিলেন! তোমাকে সেদিন বলেছিলুম না, যে একালে আগের চেয়ে অনেক নৈতিক অবনতি ঘটেছে—হাতে হাতে তা'র প্রমাণ পেলে কি না?

রাম—না শিবদা, আমার মনে হয় তুমি একটু ভুল করছ। আগেকার সঙ্গে এখনকার রীতির অনেক প্রভেদ ঘটেছে। আগে আমাদের মেয়েছেলেরা এরকম occasionএ বাইরের লোকের সামনে বেরুতে চাইতেন না। কিন্তু আজকালকার মেয়েরা সেটাকে দোষ বলে মনে করেন না। একে পাশ্চাত্য প্রভাব বলতে পার, কিন্তু নৈতিক অবনতি বলা বোধ হয় ঠিক হ'বে না।

শিব—দাদা, ওই যে বলে কিসের দুপিঠ সমান তাই! যার নামই পাশ্চাত্য প্রভাব, তা'র নামই নৈতিক অবনতি।

(ভিতর হইতে হুলু ও শঙ্খধ্বনি)

রাম—হাঁ, ভাল কথা, তুলসী এ বিয়েতে কোন অমত করলে না?

শিব—অমত করবে? তুলসীর ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে আমার কথার উপর কথা কইবে? দাদা, কি করে' সংসার চালাতে হয় শেখো আমার কাছে।

রাম—না, তুমি বলেছিলে কি না যে সেই মেয়েটির সঙ্গে তুলসীর জানা শোনা হয়েছিল। তাই মনে করেছিলুম হয়তো বা সে অন্য সম্বন্ধে অমত করতে পারে।

শিব—(সহাস্যে) আমি তো সেদিন ঘটক ঠাকুরকে ওই কথাই বলছিলুম যে, আজকাল ছেলের 'লভ' বাতিকের জ্বরের মতন—হয় আবার তখনি ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়।

রাম—ও সব কথা ছেড়ে দাও। তবে তার direct মতটা একবার নিলে পারতে। যদি শেষে—

শিব—তোমাদের ওই এক কথা! শিবরাম ঘোষের প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায় জান—ছেলে তো কোন্ কথা! যে ভয়ে আগে গোলমাল করতে সাহস করলে না, সেই ভয়ে শেষেও গোলমাল করতে পারবে না। আর মতের কথা যদি বল, direct মতের চেয়ে indirect মতটা ঢের জোরের। ও মুখে কিছু না বলে এই যে ছাদ্না তলায় গিয়ে দাঁড়াল, এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে এ বিবাহে ওর মত আছে। কেমন না?

রাম—হাঁ, তা' বটে। যাক্ ভাল হলেই ভাল। (আর একবার ভিতর হইতে জোর হুলু ও শঙ্খধ্বনি)।

শিব—ওহে, স্ত্রী-আচার বোধহয় হয়ে গেল, এইবার সম্প্রদান আরম্ভ হবে। সেখানে গিয়ে দাঁড়ান উচিত।

রাম—নিশ্চয়ই, চল যাওয়া যাক! (উভয়ের প্রস্থান।)

(মিনিট পাঁচেক পরে উভয়ের পুনঃ প্রবেশ। শিববাবু উত্তেজিত। রামবাবু শান্ত গাম্ভীর্য্যের আবরণে ততোধিক হৃষ্ট।)

রাম—তোমার হঠাৎ একি হ'ল? ওখানে থেকে টান্তে টান্তে আমাকে এ রকম করে নিয়ে এলে যে?

শিব—ব্যাপার বড় গুরুতর—শুনলে না তুমি ?

রাম—(সাশ্চর্য্যে) শুনব আবার কি?

শিব—বিয়ের মন্ত্র কি পড়াচ্ছে?

রাম—না, সে দিকে কাণ দিই নি! আর কাণ দিলেও বিশেষ বুঝতে পারতুম বলে মনে হয় না। এক সময়ে নিজেও এ মন্ত্র পড়েছি তো, কিন্তু "অহং সম্প্রদদে" ছাড়া ওর যে আর কিছু বুঝতে পেরেছিলুম বলে তো মনে হয় না।

শিব—না, না, তামসা নয়, উঃ কি ব্যাপার।

রাম—তোমাকেও যে সিদ্ধেশ্বর বাবুর রোগে ধর্‌ল দেখছি, গৌরচন্দ্রিকার চাপে আসল কথাটা যে মারা পড়ছে!

শিব—এই বিয়েতে আমাকে ঠকিয়েছে, মিথ্যা কথা বলেছে, মেয়ের বাপের নাম ভাঁড়িয়েছে।

রাম—সে কি কথা?

শিব—আমাকে বলেছিল তারাপদ বসুর কন্যা, মণিঝারায় দেশ। সম্প্রদানে শুনি বলছে কালীচরণ বসুর কন্যা। ওই বৃদ্ধ লোকটী—যার সঙ্গে এখনি কথা কইছিলুম হে—ওর কাছ থেকে জানলুম যে এ সেই কালীচরণ বসু, ঝামাপুকুরের, যার মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা তুলসী আমাকে বলেছিল।

রাম—(সবিস্ময়ে) এঁ্যা বলকি ? ঘুরে ফিরে সেই খানেই আস্‌তে হ'ল ? একেই বলে বরাতের ফের ! কি আশ্চর্য্য ! কিন্তু তোমাকে ঠকালে কে ? মেয়ের মামারা নাকি ?

শিব—না না ওদের কোন দোষ নেই, বোকামি আমারই হয়েছে। সেই ঘটক বেটারই কারসাজী। অবশ্য ভিতরে ভিতরে এঁদের নিশ্চয়ই টিপে দেওয়া আছে। কিন্তু বাইরে তো তার কোন প্রমাণ নেই। আমি মামাদের সব খোঁজ নিলুম ! মণিঝারার বসু বংশের খোজ নিলুম, মেয়ে ভাল, বংশ ভাল, আর ওদিকে চাইনি ! ঘটক ব্যাটা বাপের নাম যা বল্‌লে তাই বিশ্বাস করলুম। কিন্তু কি ভয়ানক নৈতিক অবনতি ? বাপের নাম ভাঁড়িয়ে মেয়ের বিয়ে ?

রাম—(অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া) তোমাকে মেয়ের বাপের নাম কি বলেছিল ?

শিব—আমাকে বলেছিল তারাপদ বসু, আর আসল নাম হচ্ছে ৺ কালীচরণ বসু।

রাম—এঃ—শিবদা, তুমি পাকা লোক হয়েও এটা বুঝতে পারলে না ? নাম ভাঁড়ালে কোথায় ? নামের মানে ঠিক রেখে

একালের ছেলে।

কথা বদ্‌লেছে বই ত নয়। 'কালী'কে করেছে 'তারা' আর 'চরণ'কে করেছে 'পদ'—নাঃ ঘটক ছোক্‌রার বুদ্ধির তারিফ করতে হবে বটে।

শিব—ব্যাটারছেলে গেল কোথায়? রাম, তা'কে একবার দেখতো!

রাম—সে তো নেই। তোমার সামনেই তো তখন চলে গেল। তার আর এক clientএর কোথায় বিয়ে আছে সেইখানে গেল।

শিব—ব্যাটার সব ধাপ্পাবাজী। বড্ড ভালয় ভালয় সরেছে, নইলে এই লাঠি দিয়ে তার মাথা গুঁড়ো করে দিতাম।

রাম—কিন্তু যাই বল, এতো শুধু ঘটকের দোষ বলে মনে হয় না। নাম বদলাবার তার স্বার্থ কি? এর ভিতর তুলসী আছে নিশ্চয়ই।

শিব—হবেও বা, ঠিক ঠিক! তাই ব্যাটারছেলে কোন উচ্চবাচ্য করলে না! শুড় শুড় করে বিয়ে করতে এল। তাইতো বলি, আজকালকার ছেলে কোন রকম প্রতিবাদও করলে না! ব্যাপার কি—? উঃ কি ভয়ানক নৈতিক অবনতি! (মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন)

রাম—যা'হবার তা' হয়ে গেল। তুমি চেঁচামেচি করে আর কেলেঙ্কারি কোরোনা।

শিব—নাঃ—এখন আর চেঁচামেচি করে লাভ কি? এখন চেঁচামেচি করতে গেলে নিজের বোকামোই প্রকাশ পাবে। কিন্তু কিছু আগে জান্‌তে পারলে এ বিয়ে কি আমি হতে দিতাম, দেখিয়ে

দিতাম একবার শিবরাম ঘোষের প্রতাপটা (ক্রন্দনের সুরে) কিন্তু উঃ—আমি ভেবে উঠতে পারছি না যে কি ভয়ানক সময় পড়েছে। ছেলে বাপের সঙ্গে জুচ্চুরি করে বিয়ে করে! সিদ্ধেশ্বর বাবুকে সে দিন ঠাট্টা করলুম বটে, কিন্তু আজ মনে হয় তিনি ঠিকই বলেছিলেন!

রাম—কিন্তু তোমার প্রতি একটা অনুরোধ। তোমার বৌমার ওপর তা বলে এ রাগটা ঝেড়োনা। তিনি নিরপরাধ—সে কথা যেন মনে থাকে।

শিব—আমি কি পাগল? সে কথা আমাকে বল্‌তে! আর ইচ্ছা করলেও বৌমাকে অযত্ন করতে পারতাম না। ঘটক ব্যাটা সে পথও বন্ধ করেছে। আমাকে দিয়ে গুরুর দিব্যি করিয়ে নিয়েছে যে, আমা হ'তে বৌমার কোন অযত্ন হবে না। উঃ, ব্যাটাচ্ছেলে কি চালাক! এখন তা'র সে সব কথার মানে বুঝতে পারছি! (হতাশভাবে) আচ্ছা, ভগবান আছেন—গুরুজনের মনে এই রকম কষ্ট দেওয়া—উঃ কি দুর্নীতি।

রাম—এমন শুভদিনে ছেলেকে তা বলে শাপ-মন্যি দিওনা।

শিব—এঁ্যা, তুলসী শেষে আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করলে—তুলসী! সময়ের গুণ, সময়ের গুণ!

(আহারান্তে গোলযোগ করিতে করিতে তুলসীর বন্ধুগণের ও কন্যাকর্ত্তার প্রবেশ)

কন্যাকর্ত্তা—এই যে বেহাই মশাই, আপনি এখানে? আমরা

একালের ছেলে।

সর্ব্বত্র আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি (রামবাবুর প্রতি) আপনারও বোধ হয় খাওয়া হয় নি! কি আশ্চর্য্য! চলুন, চলুন।

শিব—(হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া) মাফ করবেন—আমার শরীরটা হঠাৎ অত্যন্ত খারাপ হয়েছে—আমি বাড়ী চল্লাম।

কন্যাকর্ত্তা—কিছু না খেয়ে, সে কি হয়?

রাম—সামান্য মাথা ধরেছে বইতো নয়! ওর জন্য ভয় পাচ্ছ কেন? শিবদা চল, চল।

শিব—না, তা'র জন্য নয়। আমার বুকটা কেমন করছে! আমার সেই palpitation আছে, জান তো রাম।

কন্যাকর্ত্তা—তা'হলে আপনার এখান থেকে নড়াই উচিত নয়। শুয়ে পড়ুন। ওরে পাখা নিয়ে আয়—বরফ।

শিব—না না, তেমন কিছু নয়। আমার ওরকম হয়, আবার তখনি ভাল হ'য়ে যায়। তা'হলে আমি চল্লাম।

কন্যাকর্ত্তা—সে কি কথা? অন্ততঃ একটু মিষ্টিমুখ করে যান। ওরে বেহাই মশায়ের জন্য সন্দেশ আর খুব ঠাণ্ডা এক গেলাস সরবৎ নিয়ে আয় তো।

শিব—আর কিছু নয়, মাফ করবেন! এ রকম অবস্থায় কিছু খেলেই আমার বমি হ'য়ে যায়। আমি চল্লাম। এই রাম রইল, আমার বিশেষ বন্ধু, ওকে যত্ন করলেই আমাকে যত্ন করা হবে।

(চলিতে আরম্ভ করিলেন)

কন্যাকর্ত্তা—একলা কোথায় যাবেন? আপনার সঙ্গে লোক দিচ্ছি! ওরে হীরু, বেহাই মশাইকে ট্যাক্সি করে বাড়ী রেখে আয়।

শিব—(বাহিরে যাইতে যাইতে) না, না, আমি একলাই যেতে পারব। সে শক্তি আমার আছে, আপনাদের ভাবতে হবে না।

(প্রস্থান)

(ছেলেদের পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি ও চাপা হাস্য; রামবাবু ও কন্যাকর্ত্তার মৃদু হাস্য)

যবনিকা পতন

বন্ধু

মানুষ যখন অর্থ সামর্থ্য ও কৃত্রিম ভোগের মোহে আপনাকে ভুলে থাক্‌তে চায়, তখন তার সবচেয়ে বড় দুর্দ্দিন। সে চায় শান্তি, কিন্তু পায় শান্তিহীন সুখ। এই সুখের কাঁটার জ্বালায় তার সারামন বিষাক্ত হ'য়ে উঠে। তখন সে জগতের কাহাকেও বিশ্বাস করতে পারে না, বন্ধুকেও শত্রু বলে ভুল করে। কিন্তু তবু তার সত্য বন্ধু তাকে ছাড়ে না। শত শত দুঃখ ব্যথা ও লাঞ্ছনার আঘাত পেয়েও মানুষের চিরন্তন বন্ধু মানুষের সাথে সাথে থেকে ধ্রুবতারার মত তাকে পথ দেখিয়ে চলেছে।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

সুচারুভূষণ

অরুণচন্দ্র

অধরচন্দ্র

কিরণবালা

চাপ্‌রাশী, রামশিং

স্থান—কলিকাতা। কাল—বর্ত্তমান।

প্রথম্‌ ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে এক রাত্রির ব্যবধান

বন্ধু

প্রথম অঙ্ক

(শীতকাল—অগ্রহায়ণ মাস। সন্ধ্যাব অব্যবহিত পর। ব্যারিষ্টার
মিঃ সুচারুভূষণ সেনের ইংরাজী-কায়দায় সুসজ্জিত বসিবার ঘরে
স্বয়ং ব্যারিষ্টারপ্রবর একটি চেয়ারে বসিয়া পাইপ মুখে
দিয়া, নিবিষ্ট মনে ধূমপানে রত। তাঁহার চোখে
মুখে বেশ একটা গর্ব্বোদ্ধত তৃপ্তির চিহ্ন।
সহসা সুচারুভূষণ চেয়ার হইতে উঠিয়া
ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে
লাগিলেন। একজন চাপ্‌রাশী
রৌপ্যাধারে একখণ্ড কাগজ
লইয়া প্রবেশ
করিল।)

সুচারু। কি খবর ?

চাপ্‌রাশী। একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চান।

সুচারু—জ্বালাতন করলে—একটু বিশ্রাম করবার জো নাই।

সমস্ত দিন ঘুরে এই বাড়ী আস্‌ছি—কোথায় একটু আরাম করব—না অমনি call—most obejectionable intruders! দেখ, তুমি বলে দাও যে আমি বাড়ী নেই!—না না,—বল যে এখন দেখা হবে না!

চাপ্‌রাশী—আজ্ঞে সায়েব—আমি সে কথা তাঁকে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি মান্‌তে চান না। তিনি বল্‌লেন—'আমার খুব জরুরী দরকার। আমার লেখাটা নিয়ে যাও, তা হ'লে তিনি নিজেই ডাকবেন।'

সুচারু—আচ্ছা অভদ্র তো—ভদ্রভাবে তাড়িয়ে দিলেও যায় না! আচ্ছা—তুমি তাঁকে চেন? এর আগে তাঁকে এখানে কখনও দেখেছ?

চাপ্‌রাশী—আজ্ঞে, না সায়েব।

(চাপরাশীর সহিত যখন পূর্ব্বোক্ত কথাবার্ত্তা হইতেছে তখন একটি মুখ দরজা হইতে উঁকি দিয়া দেখিয়া লইল ভিতরে কে আছে। তাহার পর একটু সরিয়া স্থিরভাবে সুচারুভূষণকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। ভিতরের কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না)।

সুচারু—লোকটা কে? দেখি কাগজটা। (কাগজখানা দেখিয়া বিরক্তিপূর্ণ অনুচ্চস্বরে) জনৈক অভদ্র লোক—Good gracious—what an impudent fellow!

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি—(দরজা হইতে ভিতরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে)—Impudent হ'তে পারি—তবে বোধ হয় Imprudent নই।

বন্ধু।

সুচারু—(একটু চমকিত হইয়া বিরক্ত ভাবে) কে মশাই আপনি? বিনা অনুমতিতে—লোকের বাড়ীর ভিতরে—(হঠাৎ থামিয়া গিয়া, লোকটির মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া, সানন্দে) আরে কেও? অরুণ নাকি? The same as ever—full of surprises—এঁ্যা! তার পর হঠাৎ কোত্থেক? Fallen from the skies or sprung up from the nether-lands? তারপর, কতদিন পরে দেখা বল দেখি! যাক্ তুমি যে এসেছ, এতেই আমি খুসী। your hand! (দুই হাতে সাগ্রহে করমর্দ্দন করিয়া) —বস, বস। (স্বহস্তে একটা চেয়ার ঠেলিয়া দিলেন)।

(চাপরাশীর প্রস্থান)

অরুণ (হাসিতে হাসিতে) বাবা তোমাদের খুসী বোঝা শক্ত! বাইরে থেকেই তো তাড়িয়ে দিচ্ছিলে— এখন সামনে এসে পড়েছি অমনি ভারি খুসী হ'য়ে পড়েছ। তোমাদের এই sorry, gladএর মানে আমাদের অভিধানে খুঁজে পাই না।

সুচারু—(অপ্রতিভভাবে) বাস্তবিক—তুমি বিশ্বাস কর্‌ছ না! কিন্তু upon God বল্‌ছি তোমাকে দেখে আমি ভারি খুসী হ'য়েছি। আমার বিয়ের রাত্রে খেয়ে দেয়ে সেই যে উধাও হ'লে—এ তিন বৎসর আর দেখা নেই। পুরাণো বন্ধুকে এতদিন পরে পেয়ে আনন্দ হবে না? আর তাড়ানোর কথা যা বল্‌ছ—কি ক'রে জান্‌ব বল যে তুমি এসেছ। এই সময়টা আমি একটু নির্জ্জন চাই!

অরুণ—এই সময়টা বুঝি Mrsএর সঙ্গে নির্জ্জনে বিশ্রম্ভালাপ চলে—গোষ্ঠীসুখ অনুভব করা হয়?

সুচারু—তোমার সংস্কৃতের গুষ্টির মাথা করা হয়। আরে—ওভাষার কিছু কি আর মনে আছে? ওই যা বড় বড় কথা বল্‌লে, তা'র একবর্ণও বুঝতে পারলাম না।

অরুণ—(সহাস্যে) আগেই বড় পার্‌তে তা এখন পার্‌বে। (চেয়ার হইতে উঠিয়া সমস্ত ঘর ঘুরিয়া দেখিয়া) যা' শুনেছিলাম তা' ঠিকই দেখ্‌ছি। ঘরটি আগাগোড়া সাহেবী ধরণে সাজান। (একটা কাপড় ঢাকা বড় যন্ত্রের নিকট গিয়া) এটা নিশ্চয়ই Piano আর এটা Mandolin? একটা দেশী যন্ত্র বোধ হয় কিছু নেই? (পুনরায় আপনার চেয়ারে বসিয়া) আচ্ছা, বাড়ীতে এসেও এ রকম বিজাতীয় পোষাকে থাক কেন? এখন কাপড় পরতে দোষ কি?

সুচারু—দোষ কিছু নয়—তবে কি জান! এই dressটা most comfortable, কাপড় আমি কালেভদ্রে পরি।

অরুণ—বেশ কর। কাপড় পর্‌তে তো ভুলে গেছ—বাংলা ভাষা মনে আছে কি?

সু। There, there you do us an injustice! এই সব dress পরা, ইংরাজী কথা বলা, আমাদের দরকার; তাতে অনেক সুবিধা হয়, তাই ওসব করি। তোমরা মনে কর আমরা on principle কাপড় পরি না, বাংলা কথা কই না। আমাদের expediencyকে তোমরা principleবলে ভুল কর কেন?

বন্ধু।

অরুণ—সাধে কি আর করি? expediency ও principleএ যে কী তফাৎ তোমাদের ব্যবহার দেখে এ পর্য্যন্ত তা' বুঝে উঠতে পারলাম না। আজ যেটা তোমাদের কাছে expediency, সুবিধা বুঝলেই কাল সেটা principle হ'য়ে দাঁড়ায়। (সুচারু একটু গম্ভীর হইয়া গেল, তাহা লক্ষ্য করিয়া)—যাক্, বাংলা লেখা টেখা বোধ হয় ছেড়ে দিয়েছ?

সুচারু—বাংলা-লেখা—rubbish! সে সব ভূত ঘাড় থেকে একেবারে নেমে গেছে। তবে বাংলা এখনও বল্‌তে পারি! সে দিন Mr. Mitterএর বাড়ীতে Partyর পর একটা বিষয় আলোচনা হ'ল। আমি ঝাড়া পনের মিনিট না থেমে বাংলায় বলে গেলাম। আমার বক্তৃতার পর Mr. Mitter বিস্মিতভাবে বল্‌লেন—Oh! Mr. Sen, it is a wonder you still talk Bengali so well!

অরুণ—(হাসি চাপিয়া) তিনি হয় তো তোমাকে ঠাট্টা করে এই কথা বলেছিলেন।

সুচারু—Not at all my dear! He was quite in earnest. তারপর—কি কর্‌ছ এখন?

অরুণ—যথা পূর্ব্বং তথা পরং।

সুচারু—অর্থাৎ—

অরুণ—অর্থাৎ—লৌকিক ভাষায় বল্‌তে গেলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি।

সুচারু—কিন্তু এটা কি ঠিক হচ্ছে? এক তো মোষ তাড়ানতে

কোন লাভ নেই বরং উল্টে মাঝে মাঝে তাদের গুঁতো খাওয়ার সম্ভাবনাও আছে! এটা বোঝ্‌বার সময় বোধ হয় তোমার হ'য়েছে!

অরুণ—দেখ, ৩৯৯ জন লোক যা' পারেনি, তুমিও তা পার্‌বে না নিশ্চয়। ও জিনিষটা কেউই আমাকে এ পর্য্যন্ত বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারলে না।

সুচারু—ইচ্ছা করে না বুঝ্‌লে কে বোঝাবে বল? তুমি যদি still-we-are-seven-attitude অবলম্বন কর, তা'হলে নিরুপায়।

অরুণ—না না। আমি এ বিষয়ে একেবারে খোলা মন রেখেছি। আমায় যদি তোমরা কেউ সঙ্গতভাবে বিচার করে' বোঝাতে পার যে আমি যেটা করছি সেটা অন্যায়, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ সে কাজ ছেড়ে দিয়ে তোমরা যা বল্‌বে তাই করব।

সুচারু—(সোৎসাহে) Honour Bright!

অরুণ—(সহাস্যে) Honour Bright!

(এই সময়ে ব্যারিষ্টার পত্নী শ্রীমতী কিরণবালা সেনের অন্যমনস্কভাবে ঘরে প্রবেশ এবং কিছু দূর আসিয়া অরুণকে দেখিয়া হঠাৎ স্তম্ভিতভাবে দু এক সেকেণ্ডের জন্য দাঁড়াইয়া অবিলম্বে ফিরিয়া ঘর হইতে পলাইবার চেষ্টা)

সুচারু—(দাঁড়াইয়া উঠিয়া)—শোন শোন, কিরণ—পালিও না। এ আমাদের ঘরের লোক (কিরণবালা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন) এগিয়ে এসো!(কিরণ বালা আসিলে পরস্পরের দিকে চাহিয়া) My wife—my old mate অরুণ বোস্—যা'র কথা তোমাকে

বন্ধু।

অনেকবার বলেছি এবং যা'কে দেখবার জন্য তুমিও অনেকবার আগ্রহ প্রকাশ করেছ!

অরুণ—(সপ্রতিভাবে চেয়ার হইতে উঠিয়া) প্রণাম বৌদিদি —যাক্, তা' হ'লে আমার মত অভাগাকেও মাঝে মাঝে স্মরণ করেন।

কিরণ—(প্রতিনমস্কার করিয়া) সে কি বলেন! আপনাকে স্মরণ করে' করে' আমরা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। মিঃ সেনের কাছে শুনেছিলাম ওঁর বন্ধুদের মধ্যে আপনিই সকলের প্রথমে আস্‌বেন, কিন্তু আপনিই এলেন সবার শেষে!

সুচারু—ভুলো না—The last would be the first and the first last!

কিরণ—ওঁর বিষয় যতদূর শুনেছি ও জানি, আশা করি তাই হবে। আর আমার একটি বন্ধুর সঙ্গে আমি প্রায়ই আপনার লেখার বিষয় আলোচনা করি।

অরুণ—তা' হ'লে আমি একজন বিখ্যাত লোক হয়ে পড়েছি বলুন।

কিরণ—অন্ততঃ আমার কাছে তো।

অরুণ—দেখলে চারু, বনের মোষ তাড়িয়ে অন্ততঃ একজনের কাছেও বিখ্যাত হওয়া গেছে।

কিরণ—না না—শুধু একজনের কাছে কেন? আপনার নাম এখন অনেকেই করে!

সুচারু—বস অরুণ—কিরণ,বসতো। এই বিষয়ে আমাদের একটা

discussion হ'বে। (উভয়ের উপবেশন) বিষয়টা হচ্ছে এই—অরুণ যে রকমভাবে জীবন যাপন করছে আমার মতে সেটা অত্যন্ত অন্যায়। ওর এখন বয়স হ'য়েছে, আর ছেলেমো ভাল দেখায় না। He ought to change his course now.

কিরণ—কেন, উনি খারাপ কাজটা কি করেছেন? বরং ওঁর মতন ভাল কাজ করবার শক্তি সকলের নাই—আমার তো এই বিশ্বাস।

সুচারু—ওঃ—তুমিও ওর দলে। All right, I will fight single-handed! আচ্ছা অরুণ, তুমি যে এই vagabondএর মত জীবন যাপন করছ, এতে কার কি উপকার হ'চ্ছে?

অরুণ—উপকার আর কার কার হচ্ছে বলা শক্ত, তবে আমার যে হ'চ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সুচারু—Quite the contrary! আমার মতে তোমার অপকার আগে হ'চ্ছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের অপকার হচ্ছে!

অরুণ—আমি তো আগেই বলেছি যে শুধু মত হ'লেই চলবে না। মতটা বেশ ন্যায় ও বিচার-সঙ্গত হওয়া চাই। কি বলেন, বৌদিদি?

কিরণ—নিশ্চয়ই।

সুচারু—আচ্ছা আমি reasonable grounds দিচ্ছি! এই ধর তুমি যদি যোগাড় করে' কাজ কর্ম্মে লেগে যেতে, তা হ'লে এত দিনে বেশ দুপয়সা রোজগার কর্ত্তে। নিজের অভাব, নিজের ইচ্ছা,

নিজের পয়সায় পূরণ করেও, খেয়াল হ'লে দুদশ জনকে সাহায্য করতে পারতে। তা' না হ'য়ে আজ তুমি কি ? তোমার নিজের বিষয় সম্পত্তি নেই, একটা social position নেই। অর্থাৎ কিনা Instead of being a healthy citizen, you have become a morbid individual,without aims, without ambition, leading almost a parasitic life—কিছু মনে করোনা অরুণ, কথাগুলো কিছু শক্ত শক্ত শোনাচ্ছে। কিন্তু ঠিক তোমাকে আমি গালাগালি দিচ্ছি না—। তুমি যে course of life adopt করেছ, আমর indictment তারই againstএ

অরুণ—কিছু মনে করবোনা দাদা, সত্যকথা আমি বড় ভাল-বাসি—তা' সে প্রিয়ই হোক্ আর অপ্রিয়ই হোক্। আচ্ছা এক এক করে তোমার অভিযোগের উত্তর দিচ্ছি। আমার যে উপকার হ'চ্ছে তা' তোমাকে আগে দেখাই। প্রত্যেক লোকই এ জগতে বাস করছে আনন্দ পাবার জন্য! এই আনন্দের ধারণা এবং তা' লাভ করবার প্রণালী প্রত্যেকের ব্যক্তিগত রুচি ও মত অনুসারে বিভিন্ন। কৃপণ টাকা জমিয়ে আনন্দ পায়, দাতা দান করে' আনন্দ পায়। দুজনেই বিপরীত মুখে চলেছে বটে—কিন্তু একই আনন্দের জন্য। এই আনন্দের আস্বাদে তোমরা একপথ বেছে নিয়েছ, আমি অন্য পন্থা ধরেছি। এতে অভিযোগ করবার কিছুই নেই। অভিযোগ করতে পার তখন, যখন এইরকম ভাবে জীবনের স্বাধীন পন্থা বেছে নিতে গিয়ে কেউ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমাজের অপকার করে।

সুচারু—(অসহিষ্ণু ভাবে) আহা আমারওতো point ভাই। তুমি নিজে সমাজের অপকার করছ তাইতো আমার অভিযোগ।

অরুণ—(সহাস্যে) সে কথা যদি বল্‌লে, আমার চেয়ে ঢের বেশী সমাজের অপকার তুমি করছ!

সুচারু—(সাশ্চর্য্যে) আমি? কি করে?

অরুণ—আচ্ছা আমার কাজ কি? কারও দুঃখ বা ব্যথা দেখ্‌লে আমার প্রাণ কেঁদে উঠে—অবশ্য তোমাদের অভিধান হিসাবে এ একটা দুর্ব্বলতা—আর সেখানে ছুটে গিয়ে প্রাণ মন শরীর দিয়ে তার সেই ব্যথা দূর করবার চেষ্টা করি। আমার লেখার মধ্য দিয়েও মানুষকে এই আনন্দ দেবার চেষ্টা করি। এই হ'ল আমার দান। আর প্রতিদানে সমাজের কাছ থেকে কি গ্রহণ করি?—মাত্র জীবনধারণোপযোগী খাওয়া-পরা। কারও কাছ থেকে কখনও কিছু জোর করে' দাবী করিনা। সবাই সানন্দে, সাগ্রহে ডেকে যা' দেবার দেয়। আর তুমি কি করছ? চোর, লম্পট, পাজী, মাতাল—এদেরকে সত্য-মিথ্যা নানা উপায়ে অধিকাংশ সময়ে উপযুক্ত শাস্তির হাত থেকে ছাড়িয়ে আন্‌ছ। তা'রা মুক্তির সোজা রাস্তা দেখে আবার সমাজের উপর অত্যাচার করছে। আর ঐ সব দুর্ব্বৃত্তদের গলায় পা দিয়ে টাকা আদায় করে' করে' তোমাদের এ রকম অভ্যাস হ'য়ে গেছে যে গরীব ভাল লোক এলেও অল্প পয়সায় তা'দের মোকদ্দমা গ্রহণ কর না। বাড়ি ঘর বিক্রী করে' তোমাদের পেট ভরাতে পারলে তবে তা'দের সাহায্য কর। তুমি যা' দাও, তার চতুর্গুণ নাও। এ শুধু তুমি

বন্ধু।

কেন? বর্ত্তমান সভ্যতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামজাদা উকীল, ব্যারিষ্টার, এটর্নী, ডাক্তার, তথাকথিত দেশনেতা-- সকলেই এক পথের পথিক। তাঁরা সমাজকে যা দেন, গ্রহণ করেন তার দশগুণ। অতএব দেখ্‌লে, যে আমাদের মতন লোক সমাজের রুধির পান করে না, সমাজের রক্ত শোষণ করছ তোমরা।

সুচারু—আচ্ছা, আমাদের বিষয় না হয় বল্‌লে, কিন্তু ডাক্তারের বিষয় সে কথা কি করে বল?

অরুণ—একজন ডাক্তারের ৪৲ টাকা ফী আছে। ২।৪ বৎসর পরে একটু নাম হলেই দেখ্‌বে ক্রমে ৮৲ টাকা ও ১৬৲ টাকায় তাঁর ফী দাঁড়িয়েছে। কখনও কখনও ৩২৲ টাকাও হয়। অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর পারদর্শিতা কিছু বেড়েছে স্বীকার করি, কিন্তু চারগুণ বা আটগুণ বাড়েনি— এটা ঠিক। আট টাকা ফী নিয়েও তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করতে পারতেন—কিন্তু তথাপি বত্রিশ টাকা নিয়ে লোকের গলায় পা দেবার ব্যবস্থা করার কি প্রয়োজন? এছাড়া আবার তাঁদের special fee আছে। একবার একটী গরীব লোকের মেয়ের প্রসবের সময় অত্যন্ত মুস্কিল হ'য়েছিল। এই সহরের একজন Midwifery Specialistকে ডাকতে গেলাম। তিনি বল্‌লেন পাঁচশো টাকা দেবে বল, তবে Forceps ধরব। অনেক কাকুতি মিনতি করলাম—মশাই, মেয়েটি এখন মর মর, আর তার বাপ বড় গরীব। মেয়েটিকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করুন, তার পিতা যতদূর সাধ্য আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন।' জানেন বৌদি, তিনি কি বল্‌লেন? তিনি বল্‌লেন

—সন্তুষ্ট করাকরি আবার কি! একি ঘটক বিদায় নাকি? আমি তো charity করতে বসিনি, বা সারা সহরের মেয়ের lifeএর জন্য responsible আমি নই। আমার terms satisfied না হ'লে আমি যাব না।

কিরণ—উঃ কি নরপিশাচ!

অরুণ—শুধু নরপিশাচ নয় বৌদি, এরা নরঘাতক। অথচ হ্যাট, কোট, কলার এঁটে দিব্য ভদ্রলোক সেজে সমাজের মাথায় বুটেরা ঘা মেরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের তোমরা পূজা কর আর নিঃস্ব বলে আমাদের অবহেলা কর। কিন্তু জেনো ভবঘুরেদের আর যত দোষই থাক্, দেশের দুর্দ্দিনে তারাই একমাত্র সহায়। এদের প্রাণের রক্তে সমাজের জমি সরস ও উর্ব্বর হচ্ছে, এদের বুকের হাড় থেকে যে বজ্র হয় তা'তেই সমাজের ও দেশের পাপ, অন্যায় অত্যাচার পুড়ে ছাই হয়, আর নিরন্ন ও শত শত দুঃখ এবং অত্যাচারক্লিষ্ট হ'লেও এদের প্রাণময় অন্তর থেকে যে হাসি ফুটে উঠে তারই জ্যোতি দেশের এই অন্ধকার মহাশ্মশানে ক্ষীণ আলোক-রেখা!

সুচারু—না—নিতান্তই কোন ঠেসা করলে! তুমি একটুও বদ্‌লাওনি দেখ্‌ছি। কথায় তোমায় কোনদিনই এঁটে উঠ্‌তে পারি নি—আজ ব্যারিষ্টার হ'য়েও হার মানতে হল। হাজার হোক "কপি" লোক!

কিরণ—বহু ধন্যবাদ অরুণ বাবু—আপনি চিন্তার এক নূতন ধারা আজ চোখের সামনে খুলে দিলেন!

সুচারু—কি ! শেষে আমার ভাগ্যেও Thou too Brutus ! কোথায় তুমি আমার দিকে হ'য়ে লাগ্‌বে, না chuckling at the defeat of your husband and overjoyous at the victory of his adversary ! Not quite ladylike ! (সকলের মৃদু হাস্য) যাক্—ক'দিন থাক্‌ছ বল ?

অরুণ—ক'দিন ? আমি এখনই যাব।

কিরণ—আজই এখনই ? অন্ততঃ আজকের রাতটা থেকে যান।

সুচারু—(বিরক্ত ভাবে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া) তোমার সঙ্গে গল্প করা ছাড়া ওর কি আর কোন কাজ নেই যে, থাক্‌তে বল্‌লেই থাক্‌বে।

কিরণ—(অপ্রস্তুতভাবে) না, না—আমি সে কথা বল্‌ছি না। তবে এখান থেকে খেয়ে যাবেন তো ?

অরুণ—না—খেতে গেলে দেরী হয়ে যাবে। আমাকে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এখান থেকে যেতে হ'বে।

সুচারু—(বিরক্তভাবে) বুঝ্‌ছ না কিরণ,ম্লেচ্ছের বাড়ী ও আবার খাবে ! Mountain of Prejudice ! ওঁরা আবার দেশের উপকার করবেন !

অরুণ—আচ্ছা চারু, তুমি তো এখন রোজকার করছ বেশ।

সুচারু—হ্যাঁ, তা' মন্দ নয়।

অরুণ—নিজের দরকার ছাড়া আর কিছুতে খরচ কর কি ?

সুচারু—বলে নিজের দরকারই সব কুলিয়ে উঠতে পারি না তো

আর কিছুতে খরচ করব! Sufficient unto the day is the evil thereof !

কিরণ—বাস্তবিক অরুণ বাবু—এতদিন ওকথা ভাবিই নি। আজ আপনার কথা শুনে মনে হ'চ্ছে আমরা যা' পাই সব নিজেরা ভোগ করে' অত্যন্ত অন্যায় করছি।

সুচারু—Already a convert ! এই জন্যই বলি যে মেয়েদের মতামতের কোন মূল্য নেই। যাক্ আসল কথা কি জান অরুণ, আমি indiscr iminate charityর পক্ষপাতী নই।

অরুণ—সে ভাল কথা। কিন্তু discriminae charity করতে কোন দোষ আছে কি ?

সুচারু—দেখ, এই কলিকাতা সহরটি A city of nine wonders ! এখানে কে সাধু আর কে চোর বোঝা শক্ত !

অরুণ—আচ্ছা একটা কাল্পনিক ঘটনার কথা তোমাকে বলি। ধর, একজন অত্যন্ত গরীব লোক মেয়ের বিবাহের জন্য একটী সৎপাত্র স্থির করেছে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে টাকার যোগাড় করতে না পারায় বিবাহ-বিভ্রাট হবার মত হ'ল ; অথচ সেই রাত্রেই বিবাহ না হ'লে নয়। এই অবস্থায় সেই লোকটী যদি তোমার কাছে এসে পড়ে তা' হলে তুমি কি কর ?

সুচারু—কি আর করি ! তাকে বুঝিয়ে দি সে একটু পথ ভুল করেছে, আমি ঠিক তার Bank নই।

কিরণ—না না—এ অবস্থায় যতদূর পারা যায় তার সাহায্য করা উচিত।

বন্ধু।

সুচারু (সহাস্যে) Physicians differ, my dear! আসল কথা কি জান, এ রকম জায়গায় দান করা মানে supporting this tyrannous social custom—তাতে আমি রাজী নাই।

অরুণ—কিন্তু যতদিন সমাজে বাস করছ, আর এই জঘন্য রীতির মূলোচ্ছেদ করবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা না করছ, ততদিন তুমিও যে তোমার নীরবতার দ্বারা এই রীতির সমর্থন করছ সে কথা ভুলো না। যাক্—ও সব কাল্পনিক কথা ছেড়ে দিয়ে বাস্তবে এস, তোমাকে দান করতে হবে। আজ তোমাকে আমি দাতা করে ছাড়ব।

সুচারু—Charity enforced at the point of the bayonet নাকি? ব্যাপারটা খুলেই বল।

অরুণ—বল্‌ছি, আমার কিছু টাকা চাই। একেবারে দিলেই ভাল হয়। আর যদি নিতান্ত দান না কর তো ধার দিতে হ'বে। কিন্তু টাকাটা এখনই আমার চাই।

সুচারু—তা হ'লে তোমার সেই imaginary মেয়ের বাপকে যা' বলতাম তোমাকেও তাই বলতে হ'বে—That I am not your Bank

কিরণ—(সহসা) সে কি কথা—

সুচারু—(বিরক্তভাবে) কিরণ—তুমি ভিতরে যাও তো!

অরুণ—কেন, বৌদিদি থাকুন না।

সুচারু—না—I dont wish that ladies should meddle

in money-matters! কিরণ ওঠ, ভিতরে যাও। (ধীর অনিচ্ছুক পাদক্ষেপে কিরণবালার প্রস্থান) তারপর তোমার কত টাকা দরকার? কি করবে?

অরুণ—দরকার আমার পাঁচশো টাকা—কিন্তু কি করব তা' বল্‌ব না।

সুচারু—কবে দেবে?

অরুণ—তাও বল্‌তে পারি না।

সুচারু—টাকা ধার নেওয়ার চমৎকার সর্ত্ত বটে!

অরুণ—আরে বাপু—এই পাঁচশো টাকার উপর নির্ভর করে তো তোমার দিন চলছে না।

সুচারু—That is no reason why my money should serve your dark purposes!

অরুণ—তুমি ভেবো না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, যে উদ্দেশ্যে তোমার টাকা লাগাব সেটা খুব সদুদ্দেশ্য। আর যে মুহূর্ত্তে ফের টাকার যোগাড় করতে পারব, সেই মুহূর্ত্তে তোমার টাকা শোধ দিয়ে যাব।

সুচারু (বিদ্রূপাত্মক সুরে) The days of weak credulity are gone!

অরুণ—(ব্যথিতভাবে) কি বল্‌ছ হে চারু—আমি তোমার এত দিনের বন্ধু - আগেকার কথা সব ভুলে গেলে! কত দিন কত রাত্রি আমরা এক সঙ্গে কাটিয়েছি; সুমহান আদর্শ কত উচ্চ আশা আকাঙ্খার কথা আলোচনা করেছি। সেই সব দিন রাত্রির

বন্ধু।

স্মৃতি কি তোমার মনে একটা সুন্দর, অনাবিল বন্ধুত্বের স্বর্গীয় ছবি এঁকে যায় নি? তুমি ভাবছ আমি তোমার কাছ থেকে এই পাঁচশো টাকা ফাঁকি দিয়ে নিতে এসেছি! মানুষের কি এতই দুর্দ্দিন, বন্ধুত্বের কি এতই দুরবস্থা?

সুচারু—দেখ তুমি যখন বললে তখন আমি কি করে' চুপ করে থাকি? তোমাকে স্পষ্ট করেই বলতে হচ্ছে যে বন্ধুত্ব, মনুষ্যত্ব, ওসব কথার ফাঁকি, কবিত্বের আড়ম্বর, অনেক দিনই মন থেকে জলাঞ্জলি দিয়েছি। আগে ছোট ছিলাম, কিছু জান্‌তাম না, বুঝ্‌তাম না—অনেক sentimentality ছড়ান গেছে। এখন জ্ঞান হ'য়েছে—my feet are now on firm grounds! এখন বুঝ্‌ছি বন্ধুত্ব ফন্ধুত্ব ও সব মায়া, delusive appearances! একমাত্র solid জিনিষ হ'চ্ছে এই অর্থ—যার জন্য এই তিন বৎসর পরে হঠাৎ তুমি এখানে ছুটে এসেছ, এবং যে বস্তুটি পেলে হয়তো আরও তিন বৎসর তোমার দেখা পাওয়া যাবে না। There, there you know my mind!

অরুণ—ওঃ—সে কথা জানতাম না, জান্‌লে এখানে আসতাম না! আচ্ছা চল্লাম তাহ'লে! (চেয়ার হইতে উত্থান।)

সুচারু—সে কি কথা—চা খেয়ে যাও! Guest তুমি, অভুক্ত যাওটা কি ঠিক? কিরণ, কিরণ—

(কিরণবালার প্রবেশ)

সুচারু—অরুণ চলে যাচ্ছে—ওর চায়ের ব্যবস্থা কর।

অরুণ—থাক্ বৌদিদি, ব্যস্ত হ'বেন না। আমি যাচ্ছি।

কিরণ—আপনি আমার হাত থেকে একটু কিছু খেয়ে না গেলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব। আবার যে আপনার সঙ্গে কবে দেখা হ'বে তার তো ঠিক নেই!

অরুণ—(কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া) আচ্ছা—বস্‌লাম।

সুচারু—(কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া—পরে আত্মসম্বরণ করিয়া)—আচ্ছা কিরণ, তুমি চায়ের যোগাড় কর, আমি Night-bathটা নিয়ে আসি।

(সুচারুভূষনের প্রস্থান। কিরণবালা ঘণ্টা বাজাইলেন—
চাপরাশীর প্রবেশ ও আভূমি প্রণাম)

কিরণ—চা-পানি (সেলামপূর্ব্বক চাপ্‌রাশীর প্রস্থান। উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে কিরণবালা বিশেষ চেষ্টার সহিত কথা কহিলেন) আপনি ফিরে এলেন কি আমার কথায়?

অরুণ—আপনার কি মনে হয়।

কিরণ—আমারও মনে হ'চ্ছে তাই, কিন্তু একটু আশ্চর্য্যও লাগ্‌ছে।

অরুণ—না, এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে! আপনাকে খুব সামান্য সময় দেখেছি বটে, কিন্তু এর মধ্যেই আপনি আমার মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছেন। তাই আপনার অনুরোধ এড়াতে পারলাম না।

কিরণ—(সাগ্রহে) তা হ'লে আমি যদি আর একটা অনুরোধ করি, রাখবেন?

বন্ধু।

অরুণ—আগে শুনি কি অনুরোধ।

কিরণ—(ধীরে ধীরে আঁচলের তলা হইতে একটি থলি বাহির করিয়া—চাপা গলায়) আপনাকে এটা নিতে হবে।

অরুণ—(হাত বাড়াইয়া লইয়া) কি ও? টাকা?

কিরণ—হাঁ—পাঁচশো টাকা।

অরুণ—(কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে) পাঁচশো টাকা—সব শুনে-ছেন—তা'হলে—আপনি—টাকা—নাঃ—মাপ করবেন বৌদি, এ বাড়ী থেকে আমি কোন টাকা নিতে পারব না।

কিরণ—এ বিষয় আপনি কিছু মনে করবেন না—ও আমার টাকা।

অরুণ—(সহাস্যে) আপনি তো আর রোজগার করে' আনেন নি।

কিরণ—(ক্ষীণ হাস্যের সহিত) কাছাকাছি তাই, ও আমার পিতৃদত্ত টাকা। তবে আমারই একটা দরকারে আমারই অনুরোধে আজ এটা উনি হাতে করে' Bank থেকে নিয়ে এসেছেন।

অরুণ—চারু যদি জিজ্ঞাসা করে এ টাকা কি হ'ল।

(চাপরাসীর প্রবেশ—ও চা দিয়া প্রস্থান).

কিরণ—বল্‌ব, খরচ হ'য়ে গেছে।

অরুণ—মিথ্যা কথা বলতে হবে তো আমার জন্য! না—ওতে আমি রাজি নই।

কিরণ—আচ্ছা—আমি সত্য কথাই বলব—তবে আজ নয় কাল। আজ আপনি বিনা বাক্যব্যয়ে ওই টাকাটী নিয়ে যান।

অরুণ—দেখুন, চারু আজকাল যে রকম হ'য়েছে, তা'তে ওকথা শুনে ও নিশ্চয়ই গোলমাল করবে। আপনি অত্যন্ত মুস্কিলে পড়বেন। না, না · আমি আপনার কে যে আমার জন্য আপনি এত কষ্ট সহ্য করবেন!

কিরণ—আপনি হিন্দুর ছেলে—এইমাত্র না আপনি আমাকে বৌদি বলে ডাক্‌লেন, অথচ জিজ্ঞাসা করছেন আপনি আমার কে? (ক্রমশঃই তাহার গলার সুর চড়িতে লাগিল) আর আমার টাকা আমি যদি দেই—তা'তে কে বাধা দিতে পারে? আপনিও কি তা'দের দলে যারা নারীর চিরদাসীত্ব স্বীকার করে? যাদের মতে জীবনের সামান্যতম কাজ থেকে নারীর জীবনমরণ পর্য্যন্ত তার স্বামীর চোখের ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করে? আপনি যদি সেই দলের হ'ন তাহ'লে নেবেন না।—নয় তো আমার জিনিষ, আমি আপনাকে দিচ্ছি—একে অস্বীকার করে' আমাকে অপমান করবার আপনার কোন অধিকার নেই!

(নেপথ্যে সুচারুভূষণের স্বর—"আবার তর্ক! কার অপমান করবার অধিকার অনধিকার"—সুচারুর গলা শুনিয়া আপনার অজ্ঞাতসারে তাড়াতাড়ি থলিটী লইয়া অরুণ গায়ের কাপড়ের মধ্যে ঢাকিয়া লইল)

সুচারু—(ঘরে আসিয়া)আমার তোমাকে অপমান করবার অধিকার ছিল কিনা—এই তো কথা। সে যা'হোক আমার অসাক্ষাতে, আমার স্ত্রীর কাছে সব বলে, তার Sympathy draw করবার চেষ্টাটা মোটেই heroic নয়! (চেয়ারে উপবেশন; বিরক্ত ভাবে

বন্ধু।

কিরণের দিকে চাহিয়া) চা ঢাল্‌বে, না আজ তর্কই চল্‌বে ? (কিরণ তাড়াতাড়ি চা ঢালিতে ব্যস্ত)

অরুণ—(হাসিয়া) একদিকে হারলেই আর একদিকে জেতবার চেষ্টা সকলেই করে জান তো। (দু'জনকে চা দিয়া কিরণবালা দাঁড়াইয়া রহিলেন,—উভয়ে চা পান করিতে লাগিলেন)

সুচারু—(সচেষ্ট হাস্যের সহিত) Let us clink our cups and be quits

অরুণ—থাক্ ! কই বৌদিদি, আপনি খাচ্ছেন না।

কিরণ—না, আমার খাবার ইচ্ছা নাই।

সুচারু—ইচ্ছা নেই না লজ্জা করছে ? ওই drawbackটা তুমি কিছুতেই overcome করতে পারলে না। কত partyতে খেয়ে এলে, আর এখানে লজ্জা ! (কিরণ নীরব)

অরুণ—(কাপ নামাইয়া) আপনি না খেলে আমি খাব না।

কিরণ—(ধীরে ধীরে আর এক কাপ ঢালিয়া) নিতান্তই খাওয়ালেন দেখ্‌ছি। কিন্তু আমার না খেলেও চল্‌ত।

অরুণ—না খেলে আমারও চল্‌ত।

(সকলেরই নীরবে চা-পান)

সুচারু—দেখ অরুণ—We met after such a long time and that only to quarrel—বাস্তবিক এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

অরুণ—আমার তো মনে হয় এটা খুব সুখের বিষয়।

সুচারু ও কিরণ (সমস্বরে) কি রকম !

অরুণ—তোমাতে আমাতে দেখা হয় নি বহুদিন। আমাদের উভয়েরই ধারণা ছিল যে হয়তো আমরা পরস্পর সেই রকমই আছি কৈশোরে যেমন ছিলাম। কিন্তু সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে উভয়ের মধ্যে কতটা ও কি রকম পরিবর্ত্তন এসেছে সেটা কেউই কল্পনা করতে পারিনি। আজ দেখা হওয়াতে পরস্পরের প্রতি ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। আমরা মিলতে পারলাম না বটে, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে নূতন পরিচয়, নূতন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করলাম এটা কি সুখের নয়? (হাস্যমুখে চা পান)

সুচারু—তোমার সমস্তই হেঁয়ালি হ'য়ে উঠ্‌ছে। You seem to be developing a new code of Ethics, quite different form that of ours

কিরণ—কিন্তু ওঁর codeটা ঠিক, কি আমাদেরটা ঠিক্—কে বলতে পারে?

অরুণ—(নিঃশেষিত চায়ের পেয়ালা টেবিলের উপর রাখিয়া) আচ্ছা উঠি, নমস্কার চারু—প্রণাম বৌদিদি। (উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি যাইতে গিয়া চেয়ারের পায়ায় পা আট্‌কাইয়া চেয়ার সমেত পতন। বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে টাকার থলিটা ঝন্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।)

সুচারু—(লাফাইয়া উঠিল) What's that, what's that! (কিরণবালা সহসা ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটিয়া সুচারুকে ধরিয়া নিবারণ করিতে গিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া অর্দ্ধপথে নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।)

বন্ধু।

সুচারু—কথা কচ্ছ না যে -উত্তর দাও—উত্তর দাও—

What's that ?

অরুণ—(আস্তে আস্তে উঠিয়া টাকার থলিটি নিজের হাতে পুনরায় সামলাইয়া লইয়া ধীরে শান্তস্বরে)—শব্দ থেকেই বুঝতে পারছ—এটা টাকা।

সুচারু -(সাশ্চর্য্যে) কোথায় পেলে ?

অরুণ—এইখান থেকে।

সুচারু—মানে ?

অরুণ—মানে ?—তোমার ঘরের বাক্স থেকে !

সুচারু—(সকৌতুকে) কি করে নিলে ?

অরুণ—(অম্লান বদনে) চাবি দিয়ে বাক্স খুলে নিলাম।

সুচারু—না, না—অপর কোথাও থেকে এনেছ বুঝি ? ও—তাই এতক্ষণ আমার সঙ্গে চালাকি হ'চ্ছিল! কে দিল ও টাকা ?

অরুণ—(থলিটি কাপড়ের নীচে হইতে বাহির করিয়া) কি আশ্চর্য্য—নিজের বাড়ীর জিনিষ নিজে চিনতে পাচ্ছনা ! এক থলিতে পাঁচশো টাকা কোথায় ছিল মনে করে' দেখ।

সুচারু—ঠিক, ঠিক ! ও তো কিরণের টাকা—আজই আমি Bank থেকে withdraw ক'রে বাক্সে রেখেছিলাম। কিরণ, তাই না ? (জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে চাহিলেন—কিরণ নীরব নিশ্চল ! সুচারু বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে নীরবে একবার অরুণ ও একবার কিরণের প্রতি চাহিতে লাগিলেন)।

অরুণ—তারপর কি বলবার আছে বলে ফেলো। আমাকে এখনই যেতে হ'বে। রাত্রি ৯টার মধ্যে আমাকে টাকা নিয়ে কাজের জায়গায় পৌঁছাতে হ'বে।

সুচারু—(সহসা ক্রুদ্ধভাবে) তুমি কি কাজ করেছ জান ?

অরুণ—(মৃদু হাস্যের সহিত) না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে যা' করা হয় তাই করেছি।

সুচারু—You still have the cheek to jest over this affair ? জান—আমি এখনি তোমাকে Trespass ও Robberyর chargeএ পুলিসে দিতে পারি।

অরুণ--(সহাস্যে) আচ্ছা—তুমি ততক্ষণ Sectionটা দেখে রাখ, আমি টাকাটা দিয়েই আসছি। ভয় নেই—আমি পালাচ্ছিনা ! আর আমার নাম ধাম সবই তো জান !

সুচারু—হুঁ—You think you can trifle with me with impunity—do you ? আচ্ছা—দেখাচ্ছি ! I will hand you over to the Police at once !—রামশিং।

কিরণ—(সহসা স্বপ্নোত্থিতের ন্যায়)—তুমি ওঁকে পুলিসে দিচ্ছ কি ? ও টাকা আমি ওঁকে নিজে হাতে দিয়েছি !

সুচারু—(সবিস্ময়ে) তুমি—ওঁকে—নিজে হাতে দিয়েছে ?—(রামশিংএর আগমন ও সুদীর্ঘ কুর্ণিশ। সুচারু ভূষণের বিরক্তি ব্যঞ্জক—"নাহি মাঙ্গতা যাও"—শব্দে সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ ও প্রস্থান)

অরুণ—ওঁর কথা শুনোনা চারু—ও হ'চ্ছে আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা ! বাঙ্গালীর মেয়ের দুর্ব্বলতা, যাবে কোথায় ?

বন্ধু।

লোকের বিপদ দেখ্‌লেই মন গলে গেল! এ টাকা আমি নিজে হাতে বাক্স থেকে নিয়েছি।

সুচারু—(অন্যমনস্কভাবে) তাই তো বলি—কিরণ কেন দেবে? অসম্ভব!

কিরণ—অসম্ভবই বা কি? আমার টাকা আমি দিয়েছি! অরুণ বাবু নিজে হাতে নিলেন তো চাবি পেলেন কোথায়? চাবিতো আমার কাছে।

সুচারু—তাই তো। আমাকে কি বিপদেই ফেল্‌লে! (দু হাতে মাথার চুল টানিয়া) ও এই বন্ধু—এই সংসার—এই বন্ধুত্বের ফল!

অরুণ—(মৃদু হাস্যের সহিত)—আর এই বুদ্ধির দৌড়ে তুমি ব্যারিষ্টারি করে খাও? তোমার চাবি না হ'লে বুঝি আর বিশ্বসংসারে চাবি নেই? এই দেখ— (পকেট হইতে চার পাঁচটা চাবির গোছা বাহির করিয়া দেখাইলেন)।

সুচারু—Oh! all pre-arranged and pre-meditated!

অরুণ—নিশ্চয়ই! যাক্—কথায় কথায় দেরী হ'য়ে যাচ্ছে! আমি এখন চল্লাম—দু' ঘণ্টার মধ্যেই এসে surrender কর্‌ছি।

সুচারু—না—তোমাকে আর পুলিসে দেবনা। তোমাদের কিছু বিশ্বাস নেই! এখানে বল্‌ছ আমি নিয়েছি—সেখানে হয়ত বল্‌বে কিরণ দিয়েছে। আমার wifeকে নিয়ে যা'তে একটা scandal হয় সেই মতলবেই surrender করবার জন্য এত আগ্রহ। না—আমাকে তত বোকা পাওনি। তবে হাতে হাতে ধরা পড়েছ—

Leave the money here and go home like a good boy !

অরুণ—(দৃঢ়কণ্ঠে) টাকা ! একবার যখন হাতে পেয়েছি তখন আর হাতছাড়া করব না। যেখানে দরকার সেইখানে এই টাকা নিয়ে যাব। ক্ষমতা থাকে বাধা দাও। (সুচারুর দিকে কঠোর নিস্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন)

সুচারু—(হঠাৎ ভয় পাইয়া) Oh ! how mean, how greedy you have become ! তোমার চোখ মুখ থেকে ফুটে বেরুচ্ছে—a mean lust for lucre ! ও টাকা ফের ছুঁলেও আমার পাপ হবে। যাক্ ওই পাঁচশো টাকা দিয়েই বন্ধুত্বের প্রায়শ্চিত্ত করব।—রামশিং ! (লাঠি হস্তে রামশিংএর প্রবেশ ও সেলাম) ইস্‌কো বাহার দেখ্‌লা দেও।

রামশিং—(লাঠিটা মাটীতে ঠুকিয়া)—চলো বাবু (অরুণ ও রামশিংয়ের প্রস্থান)

কিরণ—উঃ—(সংজ্ঞাশূন্যভাবে লুটাইয়া পড়িলেন)

সুরেন—Oh, my God ! কিরণ—কিরণ ! Quite senseless ! হরে, হরে—অডিকলোন ! রামশিং—ডাক্তার—আভি যাও, জল্‌দি। Oh, what a muddle do these devils of friends get us into !

পটক্ষেপন

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(পরদিন সকাল—বেলা ৭টা। চায়ের টেবিলের সম্মুখে কিরণ-
বালা—শূন্যদৃষ্টি ও চিন্তামগ্ন—বসিয়া আছেন। সুচারুভূষণ
আস্তে আস্তে ঘরে আসিয়া কিরণবালার পশ্চাতে
দাঁড়াইলেন। কিরণবালা তখনও অন্যমনস্ক)

সুচারু—(ধীরে ধীরে কিরণবালার মাথায় হাত দিয়া) কেমন আছ? এখনও খুব দুর্ব্বল, না?

কিরণ—(চমকিত ভাবে) না।—বেশ আছি। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) এত দেরী কর্‌লে কেন? জল যে ঠাণ্ডা হ'য়ে এল!

সুচারু—আজ তুমি দুর্ব্বল, বসে থাক। আমিই চা তৈরী করি।

কিরণ—(উঠিয়া চা করিতে করিতে) হাঁ, দুটো জিনিষ ভাঙ্গ—এক পেয়ালা চা ছড়াও! বস, বস! চা কর্‌বার মত জোর আমার আছে।

সুচারু—(বসিয়া) বাস্তবিক! That fellow is a downright scoundrel! আমার সামনে হ'লে কথা ছিল না। কিন্তু তোমার সামনে—একজন সদ্য পরিচিত লেডীর সামনে—সে এমন কাণ্ডটা কি ক'রে কর্‌লে তাই ভাবি। Devil টাকা নেওয়ার ব্যাপারে আমাকে ততটা upset কর্‌তে পারি নি, যতটা করেছিল

তোমার fits এনে দিয়ে। তুমি যে ও রকম হ'য়েছিলে তা'তে তোমার কোনও দোষ নেই। His manners were shocking enough to throw anybody into hysterics !

কিরণ। তাঁর ব্যবহারে আমি shocked হই নি; আমি shocked হ'য়েছিলাম তোমার ব্যবহারে।

সুচারু—Really ?

কিরণ—সত্যি।

সুচারু—আমার অন্যায়টা কি হ'য়েছিল ?

কিরণ—কোনও ভদ্রলোকের—বিশেষতঃ বন্ধুর প্রতি তুমি যে ও রকম অভদ্র রূঢ় আচরণ করতে পার, তা আমার জানা ছিল না।

সুচারু—(সবিস্ময়ে) তুমি ওকে ভদ্রলোক বল ? আর বন্ধু ! বন্ধুর নাম আর করো না ! চিরদিনই বন্ধুর কাছ থেকে যা' উপকার মানুষ পেয়ে এসেছে—আমিও তাই পেয়েছি অর্থাৎ কি না অর্থনাশ ও মনস্তাপ !

কিরণ—(মৃদু হাসিয়া) 'গৃহে দুশ্চরিতানি' নয় তো ?

সুচারু। (হাসিয়া) কাছাকাছি তাই ! (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) আচ্ছা, বল তো কিরণ ! আমরা দু'জনে কেমন আনন্দে, শান্তিতে, প্রেমের নীড় রচনা করে পরস্পরের প্রতি একান্ত নির্ভরের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিলাম। হঠাৎ এই বন্ধুটি দুষ্ট গ্রহের মত উদয় হ'য়ে আমাদের মধ্যে একটা অশান্তি জাগিয়ে দেয় নি কি ?

কিরণ—হাঁ—ওকথাটা ঠিক না হ'লেও কতকটা সত্য। আমরা

বন্ধু।

দুজনে পক্ষি-পক্ষিণীর মত বনের এক কোণে ছিলাম—একান্ত নিশ্চিন্ত। এমন সময়ে আমাদের বন্ধুটি এলেন—তাঁর সঙ্গে নিয়ে এলেন বহির্জগতের অনেকটা আলো, অনেকটা হাওয়া আব কোন্ সুদূর সমুদ্রের কলতানের ব্যাকুল আহ্বান। এতে যদি আমাদের উভয়কে একটু চঞ্চল করে থাকে, তা'তে ভয় পাবার বা দুঃখ কর্‌বার কিছু নেই!

সুচারু—You also growing to be a mystery! দেখ, ওই ধোঁয়া-ধোঁয়া কথাগুলো কোন কালেই আমি সহ্য কর্‌তে পারি না। অরুণ কি এক নিমেষের মধ্যে এসে তার ছোঁয়াচ্ তোমাতে লাগিয়ে গেল?

কিরণ—সে ক্ষমতা তাঁর আছে।

সুচারু—এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমি ছোট আর সে বড় হ'য়ে গেল! যাক্—(মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন)

কিরণ—তাঁকে কেউ বড় কর্‌তে পার্‌বে না—আর তোমাকেও কেউ ছোট কর্‌তে পার্‌বে না।

সুচারু—(হঠাৎ মুখ তুলিয়া) আচ্ছা—ঠিক ক'রে বল্ তো, টাকাটা তুমি দিয়েছিলে, না সে নিয়েছিল?

কিরণ—আমি তো তোমার কাছে কখনও মিথ্যা বলি না; টাকাটা আমিই তাঁকে দিয়েছিলাম।

সুচারু—সে বিষয়ে আমার অমত জেনেও?

কিরণ—হাঁ—

সুচারু—সে বুঝি তোমার হাতে পায়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল?

কিরণ—তিনি আমায় কিছু বলেন নি। তোমাদের দুজনের মধ্যে যা' কথা হ'য়েছিল আমি ঘরের ভিতর থেকে সমস্ত শুনে-ছিলাম তিনি প্রথমে টাকা নিতে চান্ নি। আমিই জোর ক'রে তাঁকে দিয়েছিলাম।

সুচারু—কেমন ক'রে আজকালকার স্ত্রী স্বামীকে অপমান কর্‌তে পারে, সেটা দেখাবার জন্য, নয়?

কিরণ—তোমার মতের সঙ্গে আমার মত না মিল্‌লেই যে তোমার অপমান করা হবে, এ কথা আমি তখনও বুঝি নি—এখনও বুঝছি না।

সুচারু—যাক্ সে কথা—তোমার brain এখনও weak, তুমি সেরে উঠ্‌লে একদিন এ বিষয়ে আলোচনা ক'রে তোমাকে বুঝিয়ে দেব, তুমি কতটা অন্যায় করেছ। (প্রাতঃকালীন সংবাদ পত্রগুলি লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ ও টেবিলের উপর সেগুলি রাখিয়া প্রস্থান)। উভয়ে নীরবে কাগজ দেখিতে লাগিলেন)।

কিরণ—(সহসা উচ্ছ্বসিত ভাবে) এই দেখ।

সুচারু—(তাচ্ছিল্য সহকারে) কি?

কিরণ—এই দেখ, বসুমতী কাগজে কি লিখেছে।

সুচারু—(মুখ তুলিয়া) তুমিই পড় শুনি।

কিরণ—(পড়িতে লাগিলেন) অযাচিত দান—কল্য রাত্রে কলিকাতা কুমারটুলিতে এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র ঘোষ তাঁহার বয়স্থা কন্যার জন্য অতিকষ্টে একটী সৎপাত্র স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর এক মাসের মধ্যে বিশেষ

বন্ধু।

চেষ্টা করিয়াও কোথাও পাঁচ শত টাকা যোগাড় করিতে পারেন নাই। নির্দ্ধারিত বিবাহের দিনে বর আসিয়া উপস্থিত, লগ্ন সন্নিকট : কিন্তু তখনও টাকার যোগাড় হয় নাই। বিবাহ হইবে না এইরূপ একটা গোলযোগও নাকি মাঝে উঠিয়াছিল। এমন সময় কোন মহদাশয় ব্যক্তি পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়া দিয়া অধরবাবুর জাতি ও সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। ভগবান দাতাকে দীর্ঘজীবি করুন।"

সুচারু—এরকম ঘটনা তো কলিকাতায় প্রায়ই হয়—তাতে কি ?

কিরণ—এই টাকাটা আমাদের টাকা—আর দাতা অরুণবাবু।

সুচারু—তুমি এখনও সেই জোচ্চারটাকে বিশ্বাস কর ?

কিরণ—কি বল তুমি ! তোমাব এত দিনের বন্ধু, তুমি তাঁকে এতটুকু বিশ্বাস করতে পার না ! অথচ আমি তাঁকে একদিন দেখে যা' বুঝেছি তাতে জোর ক'রে বল্‌তে পারি, যে এ টাকা নিশ্চয়ই তিনি নিজের জন্য নেন নি ! আর মনে আছে ? তিনি বলেছিলেন ---'এই টাকাটা নিয়ে নটার মধ্যে আমাকে সেখানে পৌছাতে হবে।' এই দাতা আর কেউই নয়—নিশ্চয় অরুণবাবু। কি মহত্ত্ব তাঁর ; নিজে বিপদে পড়ে এক দরিদ্রের মান রক্ষা কর্‌লেন।

সুচারু—আচ্ছা ও না হয় অরুণবাবুই হ'ল। কিন্তু এতে যেতাঁর কি মহত্ত্ব প্রকাশ পাচ্ছে তা তো জানি না। To play the roll of a donor with others money, is mean, ignoble পরের টাকা বাগাতে পারলে আমিও অনেক ও রকম দান করতে পারি। (রৌপ্যাধারে একখণ্ড কাগজ লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ, কাগজ লইয়া

পড়িয়া) অধরচন্দ্র ঘোষ ?—কিরণ কাগজটা দেখতো—মেয়ের বাপের ওই নামই এখন পড়লে না ?

কিরণ—(কাগজ দেখিয়া) হাঁ তাই তো বটে !

সুচারু—(চাপ্‌রাশীর প্রতি) বাবুকে এখানে নিয়ে এস। (চাপরাশীর প্রস্থান) কিরণ, তুমি ভিতরে যাও।

কিরণ—আচ্ছা আমি একটু আড়ালে সরে বস্‌ছি, সমস্ত ব্যাপারটা দেখ্‌তে ও শুনতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হ'চ্ছে। (পিয়ানোর পিছনে গিয়া উপবেশন করিলেন)।

(অধর বাবুর প্রবেশ ও সুচারুভূষণকে প্রণাম)

সুচারু—বসুন—আপনার কি চাই ?

অধর—(না বসিয়া) আমার আর কিছু চাই না—যা' করেছেন যথেষ্ট করেছেন। তাই আপনাকে প্রণাম করে' আপনার কাছে ঋণের দায় মানতে এসেছি।

সুচারু—আপনাকে তো আমি কোন দিন ঋণ দিই নি।

অধর—আর আপনি লুকোবেন কি করে বাবু ? ধরা তো পড়ে গেছেন। কাল আপনি যে টাকা পাঠিয়েছিলেন সেই থলিতে একটা লেখা চিরকুট ছিল। অবশ্য আপনি সেটা লেখেন নি বুঝ্‌ছি ; হয়তো যাকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তিনিই লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই কাগজ থেকে সব জানা গেছে।

সুচারু—কাগজে কি লেখা ছিল ?

অধর—কাগজটা আমি সঙ্গে এনেছি—দাঁড়ান না পড়ি।

বন্ধু।

(পকেট হইতে কাগজখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন) "আপনার বিপদ জানিয়া ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুচারুভূষণ সেন মহাশয় পাঁচশত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন।" তা' আপনি আর জন্মে আমাদের কেউ ছিলেন—না হ'লে এমন দায় থেকে আমাদের উদ্ধার কর্‌লেন। (অশ্রু বিমোচন) কিছু যদি মনে না করেন তো' একটা কথা বলি।

সুচারু—(বিরক্তি সহকারে) Wanting more perhaps ! —বলুন।

অধর—এই টাকার জন্য আমি চারিদিকে লোক পাঠিয়েছিলাম কি না ! আমার ছোট ভাই এই টাকার যোগাড় করতে না পেরে কাল আসে নি। আজ সকালে টাকা নিয়ে হাজির। অবশ্য আপনাকে বল্‌তে বাধে, তাই বলছিলুম যদি মাপ করেন—এখন এই টাকাটা আমি শোধ দিতে পারি। অবশ্য আপনার ঋণ কোন কালেই—

সুচারু—(সহাস্যে) আহা ক্ষেপেছেন ! আমি কি ওটাকা আপনাকে ধার দিয়েছি। আমি লোককে ঋণ দিই না—যখন দিই একেবারেই দিই। আপনি কিছু মনে করবেন না ও টাকা আর আমাকে দেবার দরকার নেই।

অধর—কি আর বলব—জোর করতে তো পারি না। কিন্তু চিরদিনের জন্য কিনে রাখ্‌লেন !

সুচারু—না না,—ও কিছু নয় (চেয়ার হইতে উঠিয়া) আচ্ছা, তা'হলে !

অরুণ—ঠিক্, ঠিক্। আপনার কাজের ক্ষতি হ'চ্ছে। আসি তা'হলে—প্রণাম।

(প্রস্থান)

কিরণ—(ছুটিয়া আসিয়া—সানন্দে) উঃ—কী সুন্দর, কী মহৎ, অপূর্ব্ব! নিজের অপমান নিজের অখ্যাতি সমস্ত মাথা পেতে নিয়ে তোমাকে মহৎ, করে' গেলেন। একেই বলে বন্ধু। তিনি মানুষ নন—দেবতা! এ রকম মহৎ লোককেও তুমি সন্দেহ কর? এখন বুঝলে তিনি জোচ্চোর নন্—পরের টাকা দিয়ে নিজের নাম কেনেন নি!

সুচারু—তোমরা বড় দুর্ব্বল—অমনি মোহিত হ'য়ে গেলে। Not the action but the motive of the action should be judged! কেন সে এ কাজ করেছে জান—এই seeming liberality—তার মানে কি জান? আমার টাকা দেখে তার হিংসা হ'য়েছে—অথচ নিরুপায়। তাই হিংসায় জ্বলে' দাতা ব'লে আমার নাম জাহির করে' দিতে চায়। যা'তে অনেক লোকের টাকা চাওয়ার জ্বালায় বিরক্ত হ'য়ে দান করে' সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে যাই। এই দেখনা কাল সকাল থেকে মেয়ের বাপের যে অত্যাচার আরম্ভ হ'বে—তাতে অবিলম্বে হয়তো এই বাসা ছাড়তে হ'বে। এই বন্ধু-জীবগুলি যে কী ভয়ানক সে ধারণা তোমার নেই। যাক্—তা'কে যে তাড়িয়েছি এই বাঁচোয়া।

কিরণ—(কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া—শান্ত গভীর স্বরে) তুমি অরুণবাবুকে তাড়িয়েছ বটে কিন্তু বন্ধুকে তাড়াতে পার নি।

বন্ধু।

বন্ধু যে চিরন্তন। সে রূপ বদ্‌লায় বটে কিন্তু প্রকৃতি বদ্‌লায় না। অরুণ বাবু আর আসবেন না হয়তো—কিন্তু তোমার বন্ধুকে তিনি আমার মধ্যে রেখে গেছেন। আজ থেকে আমিই তোমার বন্ধু। তোমার তিরস্কার গালাগালি ও নিন্দার মধ্য দিয়ে অচল অটল থেকে যে ব্রতে তিনি তোমাকে প্রথমে দীক্ষা দিলেন সেই ব্রত আমিই উদ্‌যাপন কর্‌ব—এ শক্তি, এ সাহস, তিনি আমায় দিয়ে গেছেন। আজ এস, আমরা দুজনে তাঁর উদ্দেশ্যে মাথা নত ক'রে বলি—হে মানুষের চিরন্তন বন্ধু,—তোমাকে প্রণাম।

(গভীর ভক্তিসহকারে কিরণবালা কোন্ অজ্ঞাত শক্তির উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিলেন—সুচারুভূষণ বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন)

যবনিকা পতন।

আমাদের অন্য কয়েকখানি পুস্তক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ প্রণীত

উতঙ্ক—পৌরাণিক গল্প হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদিগের অভিনয়ের ও পাঠের উপযোগী করিয়া লেখা। মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ প্রণীত

রূপরেখা—রূপকসমষ্টি, মূল্য ১৲

শ্রীললিতকুমার দে প্রণীত

মিলনের পথে—বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী প্রবন্ধ সমষ্টি। মূল্য ।০

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

রক্ত-রেখা—কবিতা সমষ্টি। মূল্য ১৲

কাজী নজরুল ইস্‌লাম প্রণীত

প্রলয়ঙ্কর—প্রবন্ধ সমষ্টি। মূল্য ১৲

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত

হেঁয়ালী—কবিতা সমষ্টি। মূল্য ১৲

পঞ্চকমালা—কবিতাগুচ্ছ। মূল্য ॥০

কল্লোল পাবলিশিং

২৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।